শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রাপ্তিস্থান
ইস্টার্ণ-ল-হাউস
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ৺মহালয়া ১৩৪৬

মূল্য আট আনা

আরতি এজেন্সি, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীঅনাথনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোডস্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমথনাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

বিশু,
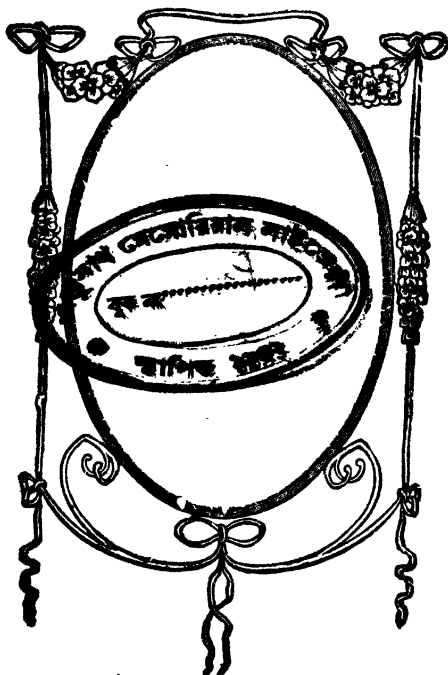
আমার একখানি বই উপহার পেলে তুমি খুসি হও, সেদিন এই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে গেলে। তোমার আদরের আদেশ পালন করবার জন্যে এই বইখানি তোমার হাতেই সমর্পণ করলুম। ইতি—

হেমেনদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভৈরবের পরিচয়

যে ঘটনার কথা বলব, সেটা কেউ বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, এটা বিশ্বাস করবার মত কথাও নয়। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা সহরে ব'সে এমন ঘটনার ধারণাও করা অসম্ভব।

যদিও কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র দিলীপকুমার সেন এই ঘটনার আগাগোড়াই লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছে, এবং তার সাক্ষীরও অভাব নেই, তবু সমস্ত রহস্যই যে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। যে সব ঘটনা অলৌকিক, পার্থিব জগতে তাদের অস্বাভাবিকতার যুক্তিসঙ্গত কারণ আবিষ্কার করা সহজ নয়। আমরাও সে-চেষ্টা করব না, কেবল সোজা কথায় সমস্ত ব্যাপারটা পাঠকদের কাছে বর্ণনা করব। যাঁদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে না তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই।

দিলীপ আজ চার-বছর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রজীবন যাপন করছে। সে নির্জ্জনতা ভালোবাসত ব'লে টালিগঞ্জের এমন এক

জায়গায় বাসা নিয়েছিল যেখানে লোকালয় কম, মাঠ-ময়দান ও গাছপালাই বেশী। টালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোর পিছন দিয়ে যে-সুদীর্ঘ রাস্তাটি সোজা গড়িয়াহাটার দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে, দিলীপের বাসাবাড়ীটি ছিল তারই এক ধারে। তার পড়বার ঘরে ব'সে চারিদিকে তাকালে দেখা যায় কেবল সুনীল আকাশ, সবুজ মাঠ আর দূরে ও কাছে বন-জঙ্গলের জীবন্ত ছবি। কোথাও কোন গোলমাল নেই, মাঝে মাঝে কেবল দ্রুতগামী মোটরের কর্কশ চীৎকার আশপাশের মৌনব্রত ভাঙ্‌বার অল্পস্বল্প চেষ্টা করে।

কিন্তু বাসাবাড়ীতে দিলীপ খালি একলাই থাকত না। একতালাটি ছিল দিলীপের এবং দোতালায় বাস করত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী নামে আর একটি যুবক। তার সঙ্গে এখনো দিলীপের ভালো ক'রে পরিচয় হয়নি, কারণ ভৈরব অল্পদিনই এই বাসায় এসে উঠেছে।

একদিন সকালে কতকগুলো মড়ার হাড় ও মোটা মোটা ডাক্তারি কেতাবের মাঝখানে ব'সে দিলীপ নিজের মনেই পড়াশুনা করছে, এমন সময়ে তার দুই বন্ধু প্রতাপ ও অবনী এসে হাজির। এদেরও দুজনের বাড়ী ছিল টালিগঞ্জেই এবং তারা প্রায়ই দিলীপের সঙ্গে গল্প করতে আসত।

বই থেকে মুখ তুলে দিলীপ সুধোলে, "কিহে, সকাল-বেলায় কি মনে ক'রে?"

প্রতাপ একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে বললে, "আমি এসেছি তোমার সঙ্গে গল্প করতে, আর অবনী এসেছে তার হবু-ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা করতে।"

দিলীপ একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "আমার বাড়ীতে অবনীর হবু-ভগ্নীপতি? তার মানে?"

—"তোমার বাসায় যে-ভৈরবচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে, তারি সঙ্গে অবনীর বোনের বিয়ের কথা হচ্ছে যে!"

—"বটে, তা তো আমি জানতুম না! ভৈরববাবু তাহ'লে একটি ভালো পাত্র, বিয়ের বাজারে তাঁর দাম আছে?"

অবনী হাসতে হাসতে বললে, "ঘটকরা তো তাই বলছে, কিন্তু প্রতাপ তা স্বীকার করে না।"

—"কেন?"

প্রতাপ বললে, "ভৈরবকে আমি কিছু-কিছু চিনি। তার নাম বা স্বভাব কিছুই মিষ্ট নয়।"

দিলীপ বললে, "ভৈরববাবুর কথা আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তোমার আপত্তির কারণ কি?"

—"ভৈরব হচ্ছে ভবঘুরে। তার বয়স তিরিশের বেশী নয়, কিন্তু এই বয়সেই সে মিশর, আরব, পারস্য, চীন আর জাপান প্রভৃতি দেশ ঘুরে এসেছে।"

—"দেশভ্রমণ কি দোষের বিষয়?"

—"না। লোকে নানান্ উদ্দেশ্যে দেশ-ভ্রমণ করে। কিন্তু ভৈরব যে কিসের খোঁজে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায় তা শিবের বাবাও জানেন না। তার দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সন্দেহজনক। সে যে-দেশেই গিয়েছে সেইখান থেকেই নানান্ সব সেকেলে জিনিষ সংগ্রহ ক'রে এনেছে। তার মতন একেলে ছেলের অত সেকেলে জিনিষ সংগ্রহ করবার ঝোঁক্ কেন, তারও খবর কেউ রাখে না। এ-সব রহস্য আমি পছন্দ করি না।"

দিলীপ সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, "তুমি দেখছি অকারণেই ভৈরব

বাবুর উপর খাপ্পা হয়েছ! ভৈরববাবুর সেকেলে জিনিষ সংগ্রহ করবার বাতিক থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে আমি তো কিছু অন্যায় দেখছি না!"

প্রতাপ বললে, "তাহ'লে তার স্বভাবের একটু পরিচয় দি, শোনো। নন্দলালকে তুমি চেনো তো, সেও মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। এই পরশুদিনই নন্দলালের সঙ্গে ভৈরবের রীতিমত একটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে!"

—"কি রকম, কি রকম?"

—"তোমার মনে আছে বোধ হয়, পরশু সকালে কি-রকম বর্ষা নেমেছিল? সেই সময় টালিগঞ্জের একটা খুব সরু গলির ভিতর দিয়ে ভৈরব কোথায় যাচ্ছিল। পথের ওদিক দিয়ে মাথায় একটা মস্ত-বড় শাক-সব্জীর ঝুড়ী নিয়ে এক বুড়ী আসছিল বাজারের পানে। বদ্‌মাইস ভৈরবটা কি করলে জানো? সেই বুড়ী-বেচারীকে এমন এক ধাক্কা মেরে এগিয়ে গেল যে, ঝুড়ী-শুদ্ধ বুড়ী পড়ল গিয়ে পাশের এক খানার ভিতরে মুখ গুঁজ্‌ড়ে! দৈবক্রমে নন্দলালও ঠিক সেই সময়েই সেখানে এসে পড়ে। ভৈরবের নিষ্ঠুরতা দেখে নন্দলাল একেবারেই ক্ষেপে গেল। সে তখনি ভৈরবকে রীতিমত উত্তম-মধ্যম দিতে কসুর করলে না। তারপর থেকে ভৈরবের সঙ্গে নন্দলালের কথা বন্ধ হয়েছে। এখন বল দেখি, এর পরেও কি আর ভৈরবের উপরে কারুর শ্রদ্ধা থাক্‌তে পারে? এই লোকের সঙ্গেই অবনী দিতে চায় তার বোনের বিয়ে! আশ্চর্য্য!"

অবনী অপ্রতিভ স্বরে বললে, "কি করব ভাই, বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কি কথা-কওয়া উচিত? ভৈরব নাকি ধনীর ছেলে, তার উপরে গ্রাজুয়েট্! বাবার মতে এমন পাত্র নাকি হাতছাড়া করতে নেই! আমি আজ পাকা-দেখার দিন স্থির করতে এসেছি।"

প্রতাপ বললে, "তাহ'লে তুমি তাড়াতাড়ি ভৈরবচন্দ্রের চন্দ্রমুখ দর্শন ক'রে এস। ততক্ষণে আমি দিলীপের ষ্টোভ্ জ্বেলে একটু চা-তৈরির চেষ্টা করি।"

দিলীপ আবার একটা মড়ার মাথার খুলি টেনে নিয়ে বললে, "দেখো ভাই অবনী, বিয়ের পরে তোমার বোন সুখী হবেন কিনা জানি না, কিন্তু বিয়ের দিনে যেন আমরা লুচি-মণ্ডা থেকে বঞ্চিত না হই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কে চ্যাঁচায় ?—কেন চ্যাঁচায় ?

চা পান ক'রে প্রতাপ চ'লে গেলে পর দিলীপ আবার ভালো ক'রে পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময় হঠাৎ বিষম তোড়ে বৃষ্টি নামল। টালিগঞ্জের সেই নির্জ্জন ও অন্ধকার মাঠের শূন্যতা বৃষ্টি ও ঝড়ের কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠল। দিলীপ উঠে জানলাগুলো বন্ধ ক'রে ঘরের দরজাটাও বন্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময় অবনী নীচে নেমে এসে ব্যস্ত হয়ে বললে, "দরজা বন্ধ করছ কি হে, এই বৃষ্টিতে আমি যাব কোথায় ?"

দিলীপ বললে, "কে তোমায় যেতে বলছে ? ঘরের ভেতরে এস। ইজি-চেয়ারে শুয়ে চুপ ক'রে বৃষ্টির গান শোনো, আর আমি নিজের মনে লেখাপড়া করি।"

অবনী ঘরে ঢুকে ইজি-চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললে, "এই বাদলায় রাখো তোমার লেখাপড়া ! এস, খানিকটা গল্প-গুজব করা যাক্।"

দিলীপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বই মুড়ে বললে, "আজ যখন শনি-অবতার তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তখন আমার লেখাপড়া যে হবে না সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম ! বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ !"

বাইরে পড়তে লাগল বৃষ্টি, আর ভিতরে চলতে লাগল দুই-বন্ধুর গল্প। একঘণ্টা পরেও বাইরের বৃষ্টি ও ভিতরের গল্প থামবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

ঘরের ঘড়ীতে টুং-টুং ক'রে যখন এগারোটা বেজে গেল, অবনীর তখন

খেয়াল হ'ল যে, তাকে আজ বাড়ী ফিরতে হবে। কিন্তু জানলার উপরে তখনও ঝোড়ো-হাওয়ার ধাক্কার সঙ্গে বৃষ্টি-পড়ার অশ্রান্ত শব্দ হচ্ছে।

দিলীপ বললে, "অবু, আজ বাড়ী ফেরার কথা ভুলে যাও। এখান থেকে বেরুলে তোমাকে সাঁতার কাটতে হবে।"

অবনী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তাই সই। বাবা আমার অপেক্ষায় ব'সে আছেন, সব কথা শোনবার জন্যে। চললুম।" সে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুললে।

—সঙ্গে-সঙ্গে সেই বৃষ্টি ও ঝড়ের শব্দের ভিতরেই বাহির থেকে ভেসে এল একটা ভীত আর্ত্ত চীৎকার! অবনী চম্‌কে ফিরে দাঁড়াল।

দিলীপও লাফ্ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিস্মিত-কণ্ঠে বললে, "কে চীৎকার করলে ?"

দুই বন্ধুই দরজার কাছে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আগেই বলেছি, দিলীপের বাসা যে-জায়গায় তার কাছে কোন লোকালয় নেই। এই ঝড়-জলে পথেও কোন লোক থাকবার কথা নয়। এখানে কে চীৎকার করবে ?

অবনী ভয়ে ভয়ে বললে, "অন্ধকারে পথে কেউ মোটর-চাপা পড়ল নাকি ?"

দিলীপ ঘাড় নেড়ে বললে, "পাগল! পথ এখন জলের তলায়, সেখানে মোটর চালাবার সখ কারুর হবে না।"

আবার শোনা গেল—কেউ যেন দারুণ আতঙ্কে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আর্ত্তনাদের পর আর্ত্তনাদ করছে! এবারে বেশ বোঝা গেল, শব্দটা আসছে দিলীপের বাসার উপরতালা থেকেই।

অবনী কম্পিত স্বরে বললে, "এ যে ভৈরববাবুর গলা! তিনি তো ঘরে একলা আছেন! কী দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন?"

দিলীপ কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বললে, "সেটা জানতে হ'লে আমাদেরও ওপরে যেতে হয়।"

অবনী বললে, "তাহ'লে আমিই ওপরে যাই, তুমি এইখানে দাঁড়াও। ভৈরববাবু তাঁর ঘরে বাইরের লোক-আসা পছন্দ করেন না!"

—"পছন্দ করেন না! কেন?"

—"তাঁর ঘরের সাজসজ্জা অদ্ভুত। বাইরের লোক সে সব দেখলে কেবল অবাকই হবে না, ভয় পেতেও পারে, তাঁকে পাগলও ভাবতে পারে।" ব'লেই অবনী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

দিলীপ সেইখানেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে, বিস্মিত মনে অবনীর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে শুনতে লাগল, ভৈরবের বদ্ধকণ্ঠের অস্ফুট কাৎরানি!

তারপরই শোনা গেল উপর থেকে অবনীর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর—"দিলীপ, দিলীপ! শিগ্গির, শিগ্গির ওপরে এসো! ভৈরববাবু মরো-মরো হয়েছেন!"

দিলীপ তিন-চার লাফে দোতালার সিঁড়িগুলো পার হয়ে ভৈরবের ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোকে ঘরের ভিতরটা স্পষ্টরূপে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঘর দেখে সত্যিসত্যিই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল! এমন দৃশ্য সে জীবনে আর-কখনো দেখেনি!

পণ্ডিতরা প্রাচীন মিশরের মাটি খুঁড়ে অতীতের সমাধিমন্দির প্রভৃতি থেকে যে-সব অদ্ভুত মূর্ত্তি আবিষ্কার করেছেন, দিলীপ অনেক কেতাবে তাদের অসংখ্য ছবি দেখেছে। ঘরের দেওয়ালের সামনে দাঁড় করানো রয়েছে সেই

রকম অনেকগুলো ছোট-বড় কাঠের মূর্ত্তি! মূর্ত্তিগুলোর চেহারা মানুষের মতই, কিন্তু তাদের কারুর মাথা ষাঁড়ের মত, কারুর মাথা সারস পাখীর মত, কারুর বা বিড়াল কি প্যাঁচার মত! এরাই ছিল প্রাচীন মিশরের দেব-দেবী! ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একটা কুমীরের মৃতদেহ—দিলীপ জানত, কুমীরও ছিল প্রাচীন মিশরীদের কাছে দেবতাস্থানীয়।

ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিলের উপরে প্রাচীন মিশরের একটা 'কফিন্' বা 'মমি'র বাক্স, তার ডালা খোলা। এবং তারই ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মিশরী 'মমি' বা মানুষের সুরক্ষিত মৃতদেহ!

কলকাতার যাদুঘরে দিলীপ একটা 'মমি' দেখেছিল। সেটা হচ্ছে কয়েক হাজার বছর আগেকার একটি মিশরীয় নারীর মৃতদেহ! সে মড়াটার দেহ কলকাতার স্যাঁত্স্যাতে আবহাওয়ায় এসে শীঘ্রই জীর্ণ হয়ে পড়েছে, তাই আগে সেটা দাঁড় করানো ছিল বটে, কিন্তু এখন তাকে শুইয়ে রাখতে হয়েছে। যাদুঘরের ঐ 'মমি'টা হচ্ছে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, তার দেহের নানান্ জায়গা খ'সে পড়েছে, কিন্তু আজ সে চোখের সামনে প্রাচীন মানুষের যে সুরক্ষিত দেহটা দেখলে, এটা পুরুষের দেহ, আর এমন পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্তের মত দেখতে যে তাকে মৃতদেহ ব'লে কল্পনা করাও অসম্ভব! যদিও হাজার হাজার বছরের মহিমায় তার গায়ের রং অস্বাভাবিকরূপে কালো হয়ে গিয়েছে, তার সমস্ত শরীর রীতিমত অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গিয়েছে, তবু তার শুক্নো, বীভৎস মুখের দিকে তাকালে মন এক অপার্থিব ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়!

'মমি'টার ঠিক পায়ের তলাতেই ঘরের মেঝের উপরে লম্বা হয়ে প'ড়ে রয়েছে ভৈরবচন্দ্রের দেহ এবং তার হাতে রয়েছে কোষ্ঠী-ঠিকুজীর মত পাকানো

একখানা আধ-খোলা লম্বা কাগজ। দিলীপ বুঝলে, সেখানা হচ্ছে প্রাচীন মিশরের 'পাপিরাস্' পাতার পুঁথি!

অবনী কাতর কণ্ঠে ব'লে উঠল, "ভৈরববাবু বোধ হয় আর বাঁচবেন না!"

দিলীপ হচ্ছে মেডিক্যাল্ কলেজের ছাত্র, এত সহজে কাতর হবার পাত্র নয়। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে ভৈরবের পাশে গিয়ে ব'সে পড়ল এবং তার দেহটা পরীক্ষা ক'রে বললে, "ভয় নেই অবনী, ভৈরববাবু কেবল অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন। তুমি এগিয়ে এসে এঁর পা-ছু'টো ধরো, মাথার দিক আমি ধরছি। এখন চল, এঁকে ঐ শোফার উপরে শুইয়ে দিতে হবে। জলের কুঁজোটা নিয়ে এস, ভৈরববাবুর মুখে আর বুকে জলের ঝাপ্‌টা দাও।......কিন্তু এঁর এমন দশা হ'ল কেন?"

অবনী বললে, "জানি না। ঘরে এসে ওঁকে আমি ঐ অবস্থাতেই দেখেছি।"

দিলীপ ভৈরবের বুকের উপর হাত রেখে বললে, "এঁর বুক যেন হাপরের মতন উঠ্‌ছে নাব্‌ছে! বেশ বোঝা যাচ্ছে, ভয়ানক কিছু দেখেই ইনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন।"

অবনী বললে, "তাহ'লে হয়তো যত নষ্টের গোড়া ঐ 'মমি'টা!"

—" 'মমি'? কি-রকম?"

—"ঐ কত-হাজার বছরের পুরাণো মড়া দেখলে কার না ভয় হয়? জ্যান্তো মানুষের পক্ষে এ-সব ভুতুড়ে ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ভালো নয়। কিছুকাল আগে আর একবারও এঁকে আমি এই অবস্থায় দেখেছিলুম। সেদিনও ইনি ঐ ভুতুড়ে মূর্ত্তিটার পায়ের তলায় এমনিভাবেই অজ্ঞান হয়ে প'ড়েছিলেন।"

লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে ভৈরবচন্দ্রের দেহ।

—" 'মমি'টাকে নিয়ে ইনি কি করতে চান ?"

—"কে জানে ! ভৈরববাবুর মাথায় বোধ হয় ছিট্ আছে। এই-সব জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করাই হচ্ছে ওঁর বাতিক ! আমি কত মানা করি—বলি, জীবন্তের সঙ্গে মৃতের সম্পর্ক রাখা ভালোও নয় উচিতও নয় ! শুনে উনি হাসেন, বলেন, এ-হচ্ছে আমার শব-সাধনা !"

—"চুপ্ ! রোগীর জ্ঞান ফিরে আসছে।"

ভৈরবের মুখ এতক্ষণ সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, এইবারে তার উপরে একটু-একটু ক'রে রঙের আভাস ফুটে উঠছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসও ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল। খানিক পরে সে চোখ খুলে ঘরের এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল 'মমি'র দিকে, সঙ্গে-সঙ্গে সে উঠে বসল এবং তার পরেই এক লাফে এগিয়ে গিয়ে পাকানো 'পাপিরাস্' কাগজের সেই পুঁথিখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের একটা টানার ভিতরে পূরে ফেললে। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "আমার ঘরে বাইরের লোক কেন ? আপনাদের কি দরকার ?"

অবনী আহত স্বরে বললে, "দরকার আমাদের কিছুই নেই ! আপনি চীৎকার ক'রে কাঁদছিলেন, তাই শুনে আমরা এসেছি সাহায্য করতে।"

ভৈরব অপ্রতিভ স্বরে বললে, "এই যে, দিলীপবাবু ! আমার এখন মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি, আপনারা আমাকে মাপ্ করবেন। ভাগ্যিস্ আপনারা এসেছিলেন, নইলে কি যে হ'ত জানি না ! ওঃ, আমি কি নির্ব্বোধ, আমি কি নির্ব্বোধ !"—বলতে বলতে আবার সোফার উপরে গিয়ে ব'সে প'ড়ে দুই হাতের ভিতরে মুখ ঢেকে ফেললে।

অবনী ভৈরবের কাছে গিয়ে তার মাথার উপরে হাত রেখে

বললে, "ভৈরববাবু, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন! নিশুত্ রাতে 'মমি' নিয়ে নাড়াচাড়া করা মানুষের উচিত নয়। কিসে কি হয় বলা যায় না।"

ভৈরব মুখ তুলে মৃদুস্বরে বললে, "অবনীবাবু, আমি যা দেখেছি, তা যদি আপনিও দেখতেন, তাহ'লে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেতেন।"

—"কী দেখেছেন আপনি ?"

ভৈরব হঠাৎ গলার স্বর বদ্‌লে বললে, "না, এমন কিছু নয়। আমি বলছি কি, দুপুর রাতে 'মমি'র সঙ্গে থাক্‌তে হ'লে অনেকেরই সাহসে কুলোবে না!......একি, আপনারা চ'লে যাচ্ছেন নাকি ? না, না, এখনি যাবেন না, আর-একটু বসুন!"

অবনী বললে, "ঘরের ভেতরে এ কিসের গন্ধ ? দম যেন বন্ধ হয়ে অসছে!"

টেবিলের উপরের একটা পাত্র থেকে শুক্‌নো পাতার মত কি-কতকগুলো তুলে নিয়ে একটা জ্বলন্ত ধুনুচীর ভিতরে নিক্ষেপ ক'রে ভৈরব বললে, "এ হ'চ্ছে মিশরী পুরুতদের পবিত্র ধূনো।......আচ্ছা অবনীবাবু, আমি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম ?"

—"বেশীক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচ-ছয়।"

ভৈরব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "অচেতনতা হচ্ছে এক অদ্ভুত জিনিষ! অচেতনতার মধ্যে সময়ের মাপ নেই। অজ্ঞান হয়ে থাকলে কেউ বুঝতে পারে না তার অসাড়তার ভিতর দিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত কি কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে! টেবিলের উপরে ঐ যে মৃত মানুষটিকে দেখছেন, প্রাচীন মিশরে ও বেঁচে ছিল চার হাজার বছর আগে! কিন্তু ওকে যদি এখনি জাগাতে

পারা যায়, ও হয়তো বলবে, মিনিট-খানেক আগেই ও বেঁচে ছিল! দিলীপ বাবু, এই 'মমি'টা খুব চমৎকার, নয়?"

পচা-মড়া কাটাই হচ্ছে দিলীপের ব্যবসা। নরদেহের নাড়ীনক্ষত্র তার জানা আছে। 'মমি'টার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে তাকে ভালো ক'রে আবার দেখতে লাগল। তার দেহের মাংস শুকিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব নেই। হাড়ের উপরে চামড়া এখনো 'টাইট্' হয়ে চেপে আছে, দুই কানের উপরে রুক্ষ ঝাঁকড়া চুলগুলো এখনো ঝুলে রয়েছে। কোটরের ভিতরে বাদামের মতন দুটো তীক্ষ্ণ চোখ এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভৈরব উঠে দাঁড়িয়ে 'মমি'র কপালের কোঁচ্‌কানো চাম্‌ড়ার উপরে হাত রেখে বললে, "এই প্রাচীন ভদ্রলোকের নাম আমি জানি না। এঁকে আমি কিনেছিলুম একটা নিলাম থেকে।"

দিলীপ বললে, "জ্যান্তো অবস্থায় লোকটি বোধহয় খুব জোয়ান ছিল।"

—"খালি জোয়ান নয়, অতিকায়। মাথায় এই লোকটি ছয় ফুট সাত ইঞ্চি উঁচু! এর হাড়গুলো কি-রকম চওড়া দেখুন। এ যদি এখন জ্যান্তো হয়ে ওঠে, তাহ'লে গায়ের জোরে আমরা কেউ এর সঙ্গে যুঝ্‌তে পারব না।"

ভৈরব বেশ সহজভাবেই কথা কইবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু দিলীপ স্পষ্ট বুঝতে পারলে, তার মনের ভিতরটা এখনো ভয়ে থম্‌-থম্ করছে! তার হাত কাঁপছে, তার ঠোঁট কাঁপছে এবং তার চোখের দৃষ্টি থেকে থেকে কেবলি সেই 'মমি'টার মুখের দিকে ফিরে যাচ্ছে। তবু তার ভয়ের ভিতর থেকেও যেন একটা আনন্দের আভাসও ফুটে উঠছে!

বিষম বিপদের মধ্যেও সে আবিষ্কার করেছে যেন কোন সফলতার কারণ ! দিলীপকে দরজার দিকে অগ্রসর হ'তে দেখে ভৈরব বললে, "আপনি কি এখনি যাবেন ? আর একটু থাক্‌বেন না ?"

দিলীপ বললে, "আর থাকা অসম্ভব। আমার পড়া এখনো শেষ হয়নি।"

—"অবনীবাবু, আপনি ?"

—"আমিও আর থাক্‌তে পারব না, রাত অনেক হ'ল।"

জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভৈরব বললে, "আচ্ছা, চলুন অবনীবাবু, আপনাকে খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি।"

দিলীপ বুঝলে, ভৈরব এখন এ-ঘরে একলা থাকতে রাজি নয়। কিন্তু কেন ? নিজের ঘরে তার ভয় কিসের ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কে কথা কয়, খাবার খায়, চলা-ফেলা করে ?

তারপর থেকেই দিলীপের সঙ্গে ভৈরব রীতিমত মাখামাখি সুরু ক'রে দিলে। যদিও দিলীপ খুব মিশুক লোক ছিল না, এবং ভৈরবের কর্কশ স্বভাব তার বিশেষ ভালো লাগত না, তবু সাধারণ ভদ্রতার অনুরোধে ভৈরবের সঙ্গে তাকে অল্পবিস্তর মেলামেশা করতেই হ'ল। ভৈরব প্রায়ই তার কাছ থেকে নানা শ্রেণীর বই পড়বার জন্যে নিয়ে যেত এবং সেও মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে ভালো ভালো বই চেয়ে আনত।

এইভাবে দিন-কয়েক পরে পরিচয় কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ হ'লে দিলীপ বুঝলে যে, নানা বিষয়েই ভৈরব হচ্ছে অসাধারণ পণ্ডিত। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দিলীপ তার কাছে প্রায় শিশু। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তার চেয়ে বিশেষজ্ঞ লোক বোধহয় সারা ভারতবর্ষে নেই।

দিলীপ একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ভৈরববাবু, প্রাচীন মিশরীরা মড়াকে 'মমি' ক'রে কবর দিত কেন ?"

ভৈরব বললে, "প্রাচীন মিশরের বিশ্বাস ছিল, আত্মা অমর। পৃথিবীর মৃত্যুর পরে আর অনন্ত জীবন আরম্ভ হবার আগে দেহ ছেড়ে আত্মা কিছুকাল আলাদা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তারপর আবার পার্থিব দেহের ভিতরেই ফিরে আসে। আত্মা আর দেহের এই পুনর্মিলনের আগেই নশ্বর দেহ পাছে নষ্ট হয়ে যায়, সেই ভয়ে মিশরীরা নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখবার চেষ্টা করত। তারা দেহকে কফিনে পুরে

কেবল গোর দিয়েই নিশ্চিন্ত হ'ত না, আত্মা যে-দিন আবার দেহের ভিতরে ফিরে আসবে, তখন তার জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্যে কবরের ভিতরে খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড়, খাট-বিছানা, তৈজসপত্র প্রভৃতি যা-কিছু দরকার সবই রেখে দিত। রাজা-রাজড়া আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু হ'লে তাঁদের দাসদাসীদেরও দেহের সঙ্গে কবরে যেতে হ'ত, অর্থাৎ তাদের হত্যা ক'রে দেহগুলো কবরে পাঠানো হ'ত—যাতে-ক'রে দেহের ভিতরে ফিরে এসে রাজার আত্মা লোকাভাবে কষ্ট না পায়।"

—"ভৈরববাবু, আপনি কি এই বিশ্বাস সত্যি ব'লে মনে করেন?"

—"আমি কি সত্যি ব'লে ভাবি, সে-কথা শুনে কি হবে? তবে প্রাচীন মিশরের পুরুতরা যে মমিকে বাঁচিয়ে তোলবার মন্ত্র জানত, এটা হয়তো মিথ্যা নয়!"

—"সে মন্ত্র এখন আর কেউ জানে না?"

—"প্রাচীন মিশরে যে অদ্ভুত মানুষরা বাস করত, তাদের কেউ আর বেঁচে নেই, 'মমি' রূপে নষ্ট হয় নি কেবল তাদের দেহগুলো! তবে পুরাণো পাপিরস-পাতার গুটানো পুঁথিতে মড়া-জাগানো মন্ত্র-তন্ত্র এখনো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে-রকম পুঁথি এখন অত্যন্ত দুর্লভ।"

—"আপনি প্রাচীন মিশরের ভাষা জানেন?"

—"জানি।"

—"তাদের মড়া-জাগানো মন্ত্র আপনি কখনো প'ড়েছেন?"

—"আমি? না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি"—ব'লেই ভৈরব অন্য প্রসঙ্গ তুললে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গটাও হচ্ছে মমির প্রসঙ্গ। সে বললে, "প্রাচীন

মিশরের মানুষরা তাদের সভ্যতা আর অনেক গুপ্তকথা নিয়ে পৃথিবী থেকে চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে গেছে বটে, মমিদের জ্যান্তো মানুষ ক'রে তোলবার বিদ্যাও আজ কেউ জানে না বটে, কিন্তু মিশরের পুরাণো গোরস্থানের মধ্যে আজও যে দেহহীন আত্মারা জীবন্ত হয়ে আছে, মিশর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অনেক বিলাতী পণ্ডিত এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সে সন্দেহ প্রকাশ না ক'রে পারেন না! বিলাতী সংবাদপত্রেও প্রায় পড়া যায়, কৌতূহলী সাহেব-ভ্রমণকারীরা মিশর থেকে মমি কিনে বিলাতে নিয়ে গিয়ে নানান অলৌকিক কাণ্ড দেখেছেন, আশ্চর্য্য সব বিপদে পড়েছেন! কবর থেকে বার ক'রে আনলে মমি যে অভিশাপ বহন ক'রে আসে, এ-কথা তো এখন চল্‌তি বিলাতী প্রবাদের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে! যে সব বিখ্যাত সাহেব-পণ্ডিত মাটি খুঁড়ে প্রাচীন মিশরের কবর ঘেঁটে তছ্‌নছ্‌ করেন, তাঁদের অনেকেই যে পরে নানা দৈবদুর্ঘটনায় অপঘাতে মারা পড়েন, এ-কথাও সবাই জানে! এই-সব দেখে-শুনে স্বীকার করতে হয় যে, আজ আমরা যাদের মমি দেখি, তাদের আত্মা এখনো মরে নি, নিজেদের পার্থিব দেহকে এখনো তারা ভালোবাসে এবং সুযোগ পেলেই আবার সেই দেহে ফিরে আসতে চায়! আমরা হিন্দু, আমরাও প্রাচীন জাতি, আর আমরাও আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করি। দেহের প্রতি মমতা থাকলে পাছে আত্মা পৃথিবী ছাড়তে না চায়, হয়তো সেই ভয়েই হিন্দুদের শাস্ত্র বিধান দিয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে মৃতদেহকে একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলতে!"

সময়ে সময়ে দিলীপের মনে হ'ত, ভৈরবের মধ্যে উন্মাদরোগের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়েছে! একদিন কথা কইতে কইতে হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "মঙ্গল আর অমঙ্গলকে নিজের অধিকারে আনতে পারা—

ওঃ সে কী সৌভাগ্য! স্বর্গের দেবতা আর নরকের দানবকে যদি আমার হাতের মুঠোয় পাই, তাহ'লে আমি পৃথিবী শাসন করতে পারি!"

আর একদিন সে বললে, "অবনীর বোনকে আমি বিয়ে করব বটে, কিন্তু অবনী কোন কর্ম্মেরই নয়! অবশ্য মানুষ হিসাবে অবনী ভালো লোক, কিন্তু যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, সে তার যথার্থ বন্ধু হ'তে পারবে না। সে আমার বন্ধু হবার যোগ্য নয়!"

আজ ক'দিন থেকে তাকে আবার একটা নূতন রোগে ধরেছে। দিলীপ নীচে থেকে প্রায়ই শুনতে পায়, উপরের ঘরে একলা ব'সে ভৈরব নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কয়! গভীর রাতে দিলীপ পড়াশুনো করছে, উপরের ঘরে বাইরের জনপ্রাণী নেই, অথচ চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে বেশ শোনা যায়, ভৈরব খুব মৃদু স্বরে—প্রায় ফিস্-ফিস্ ক'রে—আপন মনে কথাবার্ত্তা কইছে!

তার এই অদ্ভুত অভ্যাসে বিরক্ত হয়ে দিলীপ একদিন বললে, "ভৈরববাবু, নিজের সঙ্গে নিজেই গল্প করতে কি আপনার খুব ভালো লাগে?"

ভৈরব চম্‌কে উঠে বললে, "আমি কি নিজের সঙ্গে গল্প করি? না, না, আপনি ভুল শুনেছেন!"

কিন্তু দিলীপ ভুল শোনে নি, শীঘ্রই সে প্রমাণ পাওয়া গেল। কেষ্ট হচ্ছে দিলীপের পুরাণো চাকর। সে একদিন বললে, "বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

—"কি কথা?"

—"ওপরের ঘরের ঐ বাবুটির মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?"

—"কেন?"

—"আমার তো তাই মনে হয়। ঘরে কেউ থাকে না, অথচ তিনি কথা বলেন কার সঙ্গে ?"

—"সে কথায় তোমার দরকার কি কেষ্ট ?"

—"দরকার নেই বটে, কিন্তু এটা কি আশ্চয্যি নয় ? এর চেয়েও আশ্চয্যি কি জানেন ? বাবুটি যখন নিজের ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ ক'রে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে যান, তাঁর ঘরের ভেতরে মেঝের ওপরে ভারি ভারি পা ফেলে তখনো কে বেড়িয়ে বেড়ায় ! বাবু, এ-সব ভালো কথা নয়, আমার ভারি ভয় হয় !

—"কী বাজে বক্‌ছ !"

—"বাজে নয় বাবু, আমি নিজের কাণে শুনেছি ! কেবল ঘরের ভেতরে নয় বাবু, এক-একদিন বাইরেও পায়ের শব্দ শুনতে পাই। একদিন হ'ল কি, আমি উঠোনের কোণে আমার ঘরের সামনে ব'সে তামাক সাজচি। তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে, উঠোনের ওদিকটা অন্ধকার। বাসায় কেউ ছিল না ব'লে সদর দরজায় খিল দিয়ে রেখেছি। হঠাৎ শুনলুম, সিঁড়ি দিয়ে কে নেমে আসছে ! বাসায় কেউ নেই, তবু সিঁড়ি দিয়ে কে নামে ! আমি সুধুলুম—'কে যায় ?' সাড়া পেলুম না, কিন্তু উঠোনের যেখানটা অন্ধকার, সেখানে শুনলুম কার পায়ের শব্দ ! তারপরই দুম্ ক'রে সদরের খিল খুলে গেল আর দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল ! এ কী কাণ্ড, বাবু !"

—"কেষ্ট, ভৈরববাবু নিশ্চয়ই তোমার অজান্তে বাসায় ছিলেন, বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই।"

—"তাহ'লে তিনি সাড়া দিলেন না কেন ?"

—"সেটা তাঁর খুসি।"

"বাজে কথা নয় বাবু, আমি নিজের কাণে শুনেছি"

—"তাহ'লে আর-একটা কথা বলি শুনুন। ভৈরববাবুর খাবার আসে রোজ হোটেল থেকে, জানেন তো? এতদিন তু-বেলা একজনের জন্যেই খাবার আসত, কিন্তু হোটেলের চাকরের মুখে শুনলুম, আজকাল রোজ রাত্রে খাবার আসে তুজনের জন্যে। ভৈরববাবু একলা, কিন্তু তাঁর ঘরে রাত্রে তুজনের খাবার যায় কেন? সে খাবার কে খায়?"

—"ভৈরববাবুই। হয়তো তাঁর ক্ষিধে বেশী, একজনের খাবারে কুলোয় না।"

—"কিন্তু তাঁর ক্ষিধে কি রাত্রেই বাড়ে? সকালে তো তুজনের খাবার আসে না? আর আগে তো তাঁর এমন রাক্ষুসে ক্ষিধে ছিল না? হঠাৎ তাঁর রাতের ক্ষিধেই বা বাড়ল কেন? যখন থেকে এই আশ্চয্যি পায়ের শব্দ পাচ্ছি, তাঁর ক্ষিধে বেড়েছে তখন থেকেই!"

—"কেষ্ট, তুমি একটি রাবিস!"

—"বিশ্বাস করছেন না, কি আর বলব!"—এই ব'লে কেষ্ট চ'লে গেল।

দিলীপ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—ভৈরব যখন ঘরে থাকে না, তখন কে সেখানে চলা-ফেরা করতে পারে? ভৈরব কি তার ঘরের ভিতরে অন্য কোন লোককে লুকিয়ে রেখেছে? সে কে? আর লুকিয়েই বা থাকবে কেন? আজ কেষ্ট যে এই তুজনের খাবারের কথা বললে, সেটাই বা কী ব্যাপার? যদি ধরি, ভৈরবের ঘরে কেউ লুকিয়ে আছে আর তুজনের খাবার আসে সেই জন্যেই, তাহ'লে রোজ সকালেও তুজনের খাবার আসে না কেন? সকালে সে কি উপোস ক'রে থাকে?.........এ-সবই যে ধাঁধার মতন গোলমেলে কাণ্ড। কেষ্টকে ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিলুম বটে, কিন্তু আমাকেও যে ভাবিয়ে তুললে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবার পদশব্দ

সে রাত্রে ভৈরব নেমে এসে দিলীপের সঙ্গে গল্প করছিল।

কথা কইতে কইতে দিলীপ স্পষ্ট শুনতে পেলে, দোতালার ঘরের মেঝে কার পদশব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে—কে যেন ভারি ভারি পা ফেলে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে! তারপরেই দুম্ ক'রে উপরের দরজার আওয়াজ!

দিলীপ সচমকে ব'লে উঠল, "ভৈরববাবু, কে আপনার ঘরের দরজা খুললে, কি বন্ধ করলে!"

ভৈরব এক লাফে উঠে প'ড়ে একান্ত অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল! তার মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, সে যেন ভয়ও পেয়েছে এবং দিলীপের কথা বিশ্বাসও করতে পারছে না!

সে থেমে থেমে বললে, "ঘরের দরজায় নিশ্চয়ই আমি তালা দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই! দরজা খোলা অসম্ভব!"

—"শুনুন ভৈরববাবু, শুনুন! সিঁড়ির ওপরে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? কে নীচে নেমে আসছে!"

ভৈরব বেগে বাইরে ছুটে গিয়ে দিলীপের দরজার পাল্লা দুখানা চেপে বন্ধ ক'রে দিলে এবং দ্রুতপদে সশব্দে সিঁড়ি ব'য়ে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে তার পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল এবং তারপরে শোনা গেল ফিস্-ফিস্ ক'রে কথার আওয়াজ! খানিক পরে আবার দোতালা

ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হ'ল, তারপর ভৈরব নিচেয় এসে ফের যখন দিলীপের ঘরে ঢুকলে, তখন তার কপাল বয়ে নেমে আসছে ঘামের দর-দর ধারা!

অবসন্নের মত চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে ভৈরব হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "নাঃ, সব ঠিক আছে! ঐ হতচ্ছাড়া কুকুরটার কাণ্ড আর কি! সেইই দরজাটা খুলে ফেলেছিল, আমি তালা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলুম কিনা!"

ভৈরবের বিকৃত মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দিলীপ বললে, "আপনার যে আবার একটা কুকুর আছে, এ-খবর তো আমার জানা ছিল না।"

—"হ্যাঁ, সবে পুষেছি। আবার তাড়িয়ে দেব, জ্বালিয়ে মারলে।"

—"আমিও কুকুর ভালোবাসি। একবার তাকে আনুন না, দেখব।"

—"বেশ তো, তবে আজ নয়। আজ আমার একটা জরুরি কাজ আছে, এখনি বাইরে যেতে হবে।"

ভৈরব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কিন্তু দিলীপ নীচে ব'সেই শুনতে পেলে, জরুরি কাজে বাইরে না গিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকেই ভিতর থেকে দরজায় খিল বন্ধ ক'রে দিলে।

দিলীপ মনে মনে খাপ্পা হয়ে উঠল। ভৈরব তাহ'লে পয়লা-নম্বরের মিথ্যাবাদী! এমন কাঁচা মিথ্যাকথা কইলে যে, একটা শিশুকেও ফাঁকি দিতে পারবে না! ঘরে কুকুর আছে না ছাই আছে! সিঁড়ির উপরে এইমাত্র যে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কোন কুকুরের পায়ের আওয়াজই সে-রকম হ'তে পারে না! দস্তুরমত মানুষের পায়ের আওয়াজ! কেষ্ট তো ঠিক কথাই বলেছে! কিন্তু কে তার ঘরে লুকিয়ে আছে? কেন লুকিয়ে আছে?

সে কি খুনে ? চোর ? পুলিসের ভয়ে এখানে এসে গা-ঢাকা দিয়েছে ? তাই কি ভৈরব মিথ্যা বললে ? কিন্তু যে-লোক পলাতক আসামীকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখে, তার সঙ্গে তো আর কোন সম্পর্ক রাখাই উচিত নয়। শেষটা কি সেও পুলিস-মাম্‌লায় জড়িয়ে পড়বে ?

মনে-মনে ভৈরবকে 'বয়কট্‌' করবার প্রতিজ্ঞা ক'রে দিলীপ 'অ্যানাটমি'র একখানা মস্ত বই টেনে নিয়ে পড়তে বসল। কিন্তু খানিক পরেই আবার পড়ায় বাধা পড়্‌ল।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে, ঘরের মধ্যে প্রতাপের আবির্ভাব হয়েছে।

তার পাশে ব'সে প'ড়ে প্রতাপ বললে, "দিলীপ, তুমি একটি আস্ত গ্রন্থকীট! দিন-রাত খালি পড়া আর পড়া আর পড়া! এদিকে পশু আমাদের 'ইলিয়ট-সিল্ডে'র খেলা সে কথা কি তোমার মনে নেই ?"

—"টিমে কি আমি আছি ?"

—"নিশ্চয়! 'সিলেক্‌সান' হয়ে গেছে আজই। তুমি খেলবে রাইট লাইনে। কাল মাঠে গিয়ে 'প্রাক্‌টিস্‌' ক'রে এস।"

—"যাব। কিন্তু আজ বিদায় হও দেখি, আমাকে পড়তে দাও। আর কোন খবর নেই তো ?"

—"একটা খবর আছে। তোমাকে সেদিন নন্দলাল আর ভৈরবের ঝগড়ার কথা ব'লেছিলুম, মনে আছে তো ? কাল নন্দলাল বিষম বিপদে পড়েছিল।"

—"কি বিপদ ?"

—"নন্দলাল কাল মাঠের রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কে তাকে আক্রমণ করে!"

—"কে আক্রমণ করে ?"

—"সেইটে বলাই তো মুস্কিল! নন্দলালের মতে, সে মানুষ নয়। অবশ্য তার গলায় নখের আঘাতে যে গভীর ক্ষত হয়েছে, মানুষের নখে সে-রকম ক্ষত হওয়া সম্ভবও নয়!"

—"তবে? তবে কি নন্দলালের ঘাড়ে ভূত চেপেছিল ?"

—"ধুৎ! কে বলছে তা? ভূত-টুৎ কিছু নয়। আমার বিশ্বাস, চিড়িয়াখানা বা কোন খেলাওয়ালার দল থেকে ওরাং-উটান কি শিম্পাঞ্জীর মত কোন বড়-জাতের বানর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এ-কীর্ত্তি তারই!...... নন্দলাল রোজ ঐ পথ দিয়ে ঠিক ঐ সময়েই বাড়ী ফেরে। সেখানে পথের উপরেই একটা ঝাঁকড়া বটগাছ অন্ধকার সৃষ্টি ক'রে ঝুঁকে পড়েছে। নন্দলাল যখন তার তলা দিয়ে আসছিল, ঠিক তখনি সেই অজানা জীবটা হঠাৎ তার ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে—নন্দলালের বিশ্বাস সে সেই গাছের ডাল থেকেই তার কাঁধের উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। পিঠের উপরে প'ড়েই জীবটা দুই হাত দিয়ে তার গলা প্রাণপণে চেপে ধরে। নন্দলালের মনে হচ্ছিল কে যেন ইস্পাতের ফিতে দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছে। সে কিছুই দেখতে পেলে না; কেবল সেই ভীষণ হাত-দু'খানা তার গলার চারিধারে চাপের উপর চাপ দিতে থাকে। প্রাণের ভয়ে সে আকাশ-ফাটানো আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে এবং তার চীৎকার শুনে কোথা থেকে দু'জন লোক ছুটে আসে। তাদের দেখেই সেই জীবটা চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্রগতিতে একটা পাঁচিলের উপর লাফ্ মেরে অদৃশ্য হয়ে যায়। নন্দলাল সুধু অনুভব করেছে এক-জোড়া লৌহ-হস্তের মৃত্যু-বাঁধন আর একটা মস্ত-বড় অপচ্ছায়া,—এ-ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।"

দিলীপ বললে, "হয়তো সে কোন খুনে-ঠগীর হাতে পড়েছিল

"হঠাৎ তার কাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে"

—"হ'তে পারে। কিন্তু নন্দলাল বলে, তা নয়। তার মতে, যে তাকে আক্রমণ ক'রে গলা টিপে ধ'রেছিল, তার হাতদু'খানা বরফের মত কন্‌কনে ঠাণ্ডা!—কোন জীবের স্পর্শ ই সে-রকম শীতল হয় না! নিশ্চয়ই এটা তার মনের ভ্রম, কিন্তু বেচারী ভয়ে একেবারে মুস্‌ড়ে পড়েছে।...... হ্যাঁ, ভালো কথা! তোমার বন্ধু ভৈরবচন্দ্র নন্দলালকে যে-রকম ভালোবাসে, বোধ হয় এ-খবরটা শুনলে আনন্দে নৃত্য করতে থাক্‌বে! আমি তাকে খুব চিনি, সে কোন শত্রুকেই ক্ষমা করে না। অতএব সাবধান, কোনদিন তাকে ঘাঁটিও না।"

দিলীপ বললে, "সে আমার মিত্রও নয়, শত্রুও নয়। তার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয়ই হয়েছে, তাকে আমার ঘাঁটাবার দরকার কি?"

—"তোমার কথা তুমিই বুঝবে, আমি সুধু ব'লে খালাস। কেবল এইটুকু মনে রেখো, তার কাছ থেকে যত তফাতে থাক্‌তে পারো ততই ভালো!" এই ব'লে প্রতাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিলীপ আবার পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার মন তখন এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, ডাক্তারি কেতাবের কোন কথাই সে যেন দেখতে পেলে না। থেকে থেকে তার মন কেবলই ছুটে যায় দোতালার ঐ বিচিত্র ঘরের অদ্ভুত লোকটির কাছে—যার চারিদিকেই রয়েছে অজানা রহস্যের এক মায়াময় অপার্থিবতা! তারই ফাঁকে ফাঁকে তার বিস্মিত চিত্ত নন্দলালের উপরে এই আশ্চর্য্য আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঐ ভৈরবের স্বভাব, আর নন্দলালের উপরে এই আক্রমণ—এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগ আছে! কিন্তু কী যে সে যোগাযোগ, ভাষায় স্পষ্ট ক'রে তা প্রকাশ করা যায় না।

দিলীপ তার ডাক্তারি বইখানা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিরক্ত স্বরে ব'লে উঠল, "চুলোয় যাক্ ভৈরব আর তার বিদ্‌কুটে 'মমি'! তার জন্যে আজ আমার পড়া হ'ল না, আর কেবল এইজন্যেই তার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কখনো মেলামেশা করব না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভৈরবের গুপ্তকথা কি ?

দশদিন কেটে গেল।

দিলীপ তার মড়ার কঙ্কাল আর ডাক্তারি কেতাব নিয়ে নিজের বিদ্রোহিতার বিরুদ্ধেই জোর ক'রে এমন ব্যস্ত হয়ে রইল যে, ঘরের বন্ধ-দরজায় মাঝে মাঝে ভৈরবের করাঘাত শুনেও সাড়া দেবার নামটি করলে না। সে এসেই হয়তো সেকেলে মিশর আর তার গুপ্তরহস্য নিয়ে এমন সব আজ্‌গুবি গালগল্প জুড়ে দেবে যে, শুক্‌নো ডাক্তারি কেতাবের সমস্ত কথাই ভুলে যেতে হবে!

একদিন সে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে তার খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলে, তার বন্ধু অবনী অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে দালানের উপরে নেমে এল এবং তার পিছনে পিছনে ছুটে এল রুদ্র-মূর্ত্তিতে ভৈরবচন্দ্র—ভীষণ ক্রোধে তার মুখ হয়ে উঠেছে হিংস্র জন্তুর মত কদাকার!

ভৈরব সাপের মতন ফোঁস্ ক'রে ব'লে উঠল, "নির্ব্বোধ! এর প্রতিফল পাবি!"

অবনী চেঁচিয়ে বললে, "যা হয়, হবে! কিন্তু তোমার সঙ্গে আজ থেকেই সব সম্পর্ক তুলে দিলুম! আমি আর তোমার কোন কথাই শুনব না!"

—"বেশ, শুনো না। কিন্তু তুমি যা প্রতিজ্ঞা করেছ সেটা মনে রেখ!"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ ! প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই ! কারুকে কোন কথাই বলব না। কিন্তু এর পরে আমার বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব ! তার চেয়ে আমার বোনকে গঙ্গাজলে ডুবিয়ে মারব ! আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না"—এই ব'লেই অবনী হন্-হন্ ক'রে দালান পেরিয়ে বাড়ীর বাইরে চ'লে গেল।

দিলীপ ঘরের ভিতর থেকে সব দেখলে, সব শুনলে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ওদের গোলমালে যোগ দিতে তার ইচ্ছা হ'ল না। ভৈরবের সঙ্গে কোন কারণে অবনীর ঝগড়া হয়েছে এবং সে তার বোনের সঙ্গে ভৈরবের বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে দিলে, দিলীপ এ-টুকু বেশ বুঝতে পারলে। তারপর সে জামাকাপড় প'রে বেরিয়ে পড়ল এবং বাইরে গিয়েও এই কথাই তার বারংবার মনে হ'তে লাগল, ভৈরবের সঙ্গে অবনীর এমন ঝগড়া হ'ল কেন ?

... ...

পরদিনের কথা। সেদিন ছিল 'ইলিয়ট্ সিল্ডের ফাইনাল্'। গড়ের মাঠে মোহনবাগান গ্রাউণ্ডে নানান-কলেজের ছাত্ররা এসে গগনভেদী কোলাহলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। দিলীপদের কলেজের সঙ্গেই আজ মেট্রোপলিটান্ কলেজের প্রতিযোগিতা, খেলার আগেই দুই পক্ষের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রীতিমত একটা বাক্যযুদ্ধ হয়ে গেল ! চলচ্চিত্রে সেই দৃশ্যটি গ্রহণ করলে দর্শকরা চমৎকার একটি কৌতুক-নাট্যের রস উপভোগ করতে পারে !

খেলার শেষে দিলীপ যখন 'ইউনিফরম্' ছেড়ে নিজের বাড়ীমুখো হয়েছে, কোথা থেকে হঠাৎ অবনী এসে তার সঙ্গ নিলে।

অবনী বললে, "ভাই দিলীপ, সেদিনকার ব্যাপার কতকটা তুমিও

দেখেছ আর শুনেছ। কিন্তু সেদিন আমার এত রাগ হয়েছিল যে, তোমার সঙ্গে কথা না কয়েই চ'লে এসেছিলুম। সেজন্যে কিছু মনে কোরো না।"

—"আমার তো কিছু মনে করবার কোন কারণ নেই।"

—"বেশ কথা! কিন্তু আমার একটি কথা তুমি রাখো। ভৈরব যে-বাসায় থাকে, সেখানে কোন ভদ্রলোকের থাকা উচিত নয়। ও-বাসা ছেড়ে দাও।"

—"কেন বল দেখি?"

অবনী প্রথমটা কোন জবাব দিলে না, দিলীপের সঙ্গে নীরবে খানিকক্ষণ এগিয়ে এল। তারপর বললে, "কেন যে তোমাকে ও-বাসা ছাড়তে বলছি, আমার পক্ষে তার কারণ বলা অসম্ভব। কেন না ভৈরবের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কারুর কাছে কোন কথাই আমি বলব না। কিন্তু এইটুকু আমার বলা উচিত যে, ভৈরবের কাছে ভদ্র বা অভদ্র কোন মানুষেরই থাকা নিরাপদ নয়। যে-কোন মুহূর্ত্তে তুমি বিপদে পড়তে পারো—সাংঘাতিক বিপদ!"

—"বিপদ্? তুমি কী বলছ অবনী?"

—"স্পষ্ট ক'রে তোমাকে আমি কিছুই বলতে পারব না। কিন্তু ও-বাসা ছেড়ে দাও।"

—"কেন?"

—"ভৈরব হচ্ছে অমানুষিক মানুষ, এ ছাড়া তার আর কোন বর্ণনা করা যায় না। সেই যে সেদিন সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকেই আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়। কাল আমি তাই তাকে চেপে ধরেছিলুম। দিলীপ, তখন দায়ে প'ড়ে সে আমাকে যে-সব কথা বললে,

"স্পষ্ট ক'রে তোমাকে আমি কিছুই বলতে পারব না।
কিন্তু ও-বাসা ছেড়ে দাও।"

শুনে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল! তার উপরে ভৈরব বলে কিনা আমাকে তার দলভুক্ত হয়ে সাহায্য করতে! ভাগ্যে যথাসময়ে ভৈরবের আসল চরিত্র টের পেয়েছি, তার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেলে কি সর্ব্বনাশই না হ'ত! ভগবান রক্ষা করেছেন!"

—"অবনী, হয় তুমি খুব বেশী বলছ, নয় বলছ খুব কম!"

—"আমি কিছুই বলব না ব'লে ভৈরবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

—"তুমি যদি জানতে পারো, কেউ তার প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে চায়, তাহ'লে অঙ্গীকার করেছ ব'লে কি সে-কথা প্রকাশ করবে না? ভৈরবকে আমি ভয় করব কেন?"

—"কারণ সে হিংস্র পশুর মত ভয়ঙ্কর। হয়তো সে এখনো তোমার কোন অনিষ্ট করে নি, কিন্তু সাপ কখনো কামড়ায় নি ব'লে কে সাপের গর্ত্তের পাশে বাস করতে চায়?"

—"অবনী, তুমি ভাবছ ভৈরবের গুপ্তকথা আমি জানি না। এটা তোমার ভুল! তুমি তো এই কথাই আমার কাছে প্রকাশ করতে চাওনা যে, ভৈরবের ঘরে আর এক ব্যক্তি বাস করছে?"

অবনী চলতে চলতে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহা বিস্ময়ে দিলীপের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "তুমি তা'হলে সব জানো?"

গর্ব্বের হাসি হেসে দিলীপ বললে, "হুঁ, তা আর জানি না! ভৈরব কোন ফেরারি আসামীকে তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে, এই তো?"

অবনীর বিস্মিত ভাবটা মিলিয়ে গেল। সে ঘাড় নেড়ে বললে, "আমি কিছু বল্‌তে পারব না। ভৈরব আমার মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছে।"

দিলীপ বললে, "আমি আর কিছু শুনতেও চাই না। তবে এটা

জেনে রাখো, তুমি ভৈরবকে খারাপ লোক বললে ব'লেই বাসা ছেড়ে আমি পালাব না। কেন পালাব ? ও বাসা আমার খুব পছন্দসই।"

অবনীকে পিছনে রেখে দিলীপ ট্রাম-লাইনের দিকে অগ্রসর হ'ল। তার সেই যুক্তিহীন ভয় দেখে দিলীপ মনে মনে কৌতুক অনুভব করলে। মানুষ হিসাবে ভৈরব অমানুষিক হবে কেন ? বড়-জোর তার স্বভাবটাই মিষ্ট নয় ! হয়তো তার কোন কোন অস্বাভাবিক বাতিক আছে—এমন বাতিক কত লোকেরই তো থাকতে পারে ! মানুষের প্রকৃতি হরেক-রকম ব'লেই তো এই পৃথিবী এমন বিচিত্র ! হয়তো ভৈরব তার ঘরের মধ্যে কোন খুনী আসামীকে আশ্রয় দিয়েছে ! কিন্তু সেজন্যে বাইরের লোক অকারণে মাথা ঘামিয়ে ভয় পাবে কেন ?

টালিগঞ্জের অমন খাসা বাসা কি ছাড়া যায় ? কলকাতায় থেকেও সে কলকাতার বাইরে আছে ! জনতার আর ট্রাম-বাস-টাক্সির হট্টগোল নেই, হাজার পাখীর 'কোরাস' শুনে তার ঘুম ভাঙে, চারিদিকে তাকিয়েই দেখা যায়, মাঠের পর মাঠ ভ'রে সবুজ রঙের স্রোত বইছে এবং তার উপরে ঝ'রে পড়ছে নীলাকাশের আলোর ঝরণা ! ও বাসা ছাড়া হবে না !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শূন্য ও পূর্ণ কফিন

দিলীপের এক বন্ধু ছিল, মণিলাল। সে বয়সে কিছু ছোট হ'লেও তার সঙ্গে দিলীপের খুব বনিবনাও ছিল।

মণিলাল ধনীর ছেলে এবং দিলীপের মত সেও নির্জ্জনতার ভক্ত। কলেজের পড়া সাঙ্গ ক'রেও সংসারে ঢোকে নি। নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ও ফুলের বাগান নিয়েই দিন কাটিয়ে দিত মনের খুসিতে। দিলীপদের বাসা ছাড়িয়ে আরো মাইল দেড়েক এগিয়ে গেলেই তার বাগান-ঘেরা সুন্দর বাড়ীখানি দেখতে পাওয়া যায়। জায়গাটি অনেকটা পল্লীগ্রামের মত।

হপ্তায় বার-দুয়েক দিলীপ তার এই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করতে যেত। অবনীর সঙ্গে তার শেষ দেখা হবার পরদিন সন্ধ্যা আটটার সময়ে দিলীপ ঘর থেকে বেরুলো তার বন্ধু মণিলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বেরুবার সময়ে টেবিলের দিকে চোখ পড়াতে দেখলে, তার উপরে প'ড়ে রয়েছে ভৈরবের কাছ থেকে চেয়ে আনা একখানি দামী বৈজ্ঞানিক বই।

দিলীপের মনে হ'ল, ভৈরবের সঙ্গে সে আর মেলামেশা করতে চায় না বটে, কিন্তু তার বইখানি ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

বইখানি তুলে নিয়ে সে দোতালার সিঁড়ি ধ'রে উপরে উঠল। ভৈরবের দরজার সামনে গিয়ে তার নাম ধ'রে দুবার ডাকলে। সাড়া পেলে

না। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। উঁকি মেরে দেখলে, ঘরের ভিতরে ভৈরব নেই। ভাবলে, ভালোই হ'ল, ভৈরবের সঙ্গে আর কথা কইতে হ'ল না, বইখানা ঘরের ভিতরে রেখে চুপিচুপি চ'লে যাই।

সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ল্যাম্পটা কমানো রয়েছে বটে, কিন্তু আব্ছা আলোয় ঘরের সব দেখা যাচ্ছে। সমস্ত ঘরখানার মধ্যে যেন এক অজ্ঞানা অলৌকিক রহস্য স্তম্ভিত হয়ে আছে, আলোকের অল্পতায় তার ভিতরে এসে দাঁড়ালেই বুকের ভিতরে জেগে ওঠে কেমন একটা অস্বস্তি! দিলীপ এধারে ওধারে চোখ ফিরিয়ে দেখলে, ছাদে সেই ঝুলন্ত কুমীর, দেওয়াল ঘেঁসে সেই পশুমুণ্ডধারী মিশরী দেবদেবীর জটলা এবং মাঝখানে সেই মমির কফিন।······ কিন্তু, কফিনের মধ্যে বীভৎস মমিটা নেই! ঘরের চারিদিকে তাকিয়েও দিলীপ সেটাকে দেখতে পেলে না। হয়তো তাকে ঘর থেকে বিদায় ক'রে দেওয়া হয়েছে। ভালোই হয়েছে।

দিলীপ নিজের মনেই বললে, "ভৈরবের উপরে আমি বোধহয় অবিচার করেছি। এখানে যদি কোন গুপ্তরহস্য থাকত, তাহলে সে নিশ্চয়ই ঘরের দরজা এমন ক'রে খুলে রেখে যেত না!"

দিলীপ বই রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আবার সিঁড়ি ব'য়ে নামতে লাগল। সিঁড়িতে আলো ছিল না। ঘুট্ঘুটে করছে অন্ধকার। সে একদিকের দেওয়াল ধ'রে নামছে, হঠাৎ সিঁড়ির উপরে শোনা গেল একটা অস্পষ্ট শব্দ, একটা আগুনের ফিন্কির আভাস, একটা ঠাণ্ডা-কন্কনে হাওয়ার ঝট্কা—কে যেন তার পাশ কাটিয়ে বেগে উপরে উঠে গেল!

—"কে, ভৈরববাবু নাকি?"

কোন সাড়া নেই—কিন্তু উপরে ঘরের দরজা খোলার শব্দ হ'ল।

দিলীপের মন কৌতূহলে ভ'রে গেল, সেও তাড়াতাড়ি আবার উপরে উঠল। ভৈরবের ঘরের দরজা তেমনি বন্ধ রয়েছে, ঠেলতেই খুলে গেল।

ঘরের ভিতরে উঁকি মারতেই সবপ্রথমে তার চোখ পড়ল কফিনটার উপরে। তার মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মৃতদেহটা!

দিলীপ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না! আরো তুই পা এগিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলে, কফিনের মমি কফিনেই বিরাজ করছে!

কিন্তু তিন মিনিট আগেই কফিনের ভিতরে যে কিছুই ছিল না, দিলীপ শপথ ক'রে তা বলতে পারে! চোখের ভ্রম? এও কি সম্ভব? সে আড়ষ্ট চক্ষে সেই বিভীষণ সুদীর্ঘ মৃত মূর্ত্তির পানে তাকিয়ে রইল এবং তার মনে হ'ল, মমির কোটরগত চোখদুটো যেন জ্যান্তো চোখের মত একবার চক্-চক্ ক'রে উঠল!

দিলীপের হতভম্ব ভাবটা তখনো কাটেনি, হঠাৎ নীচে থেকে প্রতাপের ব্যস্ত চীৎকার শোনা গেল—"দিলীপ! দিলীপ! কোথায় তুমি? শীগ্‌গির এস!"

দিলীপ দ্রুতপদে নেমে গিয়ে দেখলে, তার ঘরের সামনে কাতর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রতাপ!

—"কি হে, ব্যাপার কি?"

—"অবনী হঠাৎ জলে ডুবে গেছে! ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না, আপাতত তুমি হ'লেই চলবে! তাকে জল থেকে তোলা হয়েছে, দেহে এখনো প্রাণ আছে। দেরি কোরো না, শীগ্‌গির চল!"

তুজনে তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং শীঘ্র অবনীর বাড়ীতে পৌঁছবে ব'লে দৌড়তে আরম্ভ করলে।
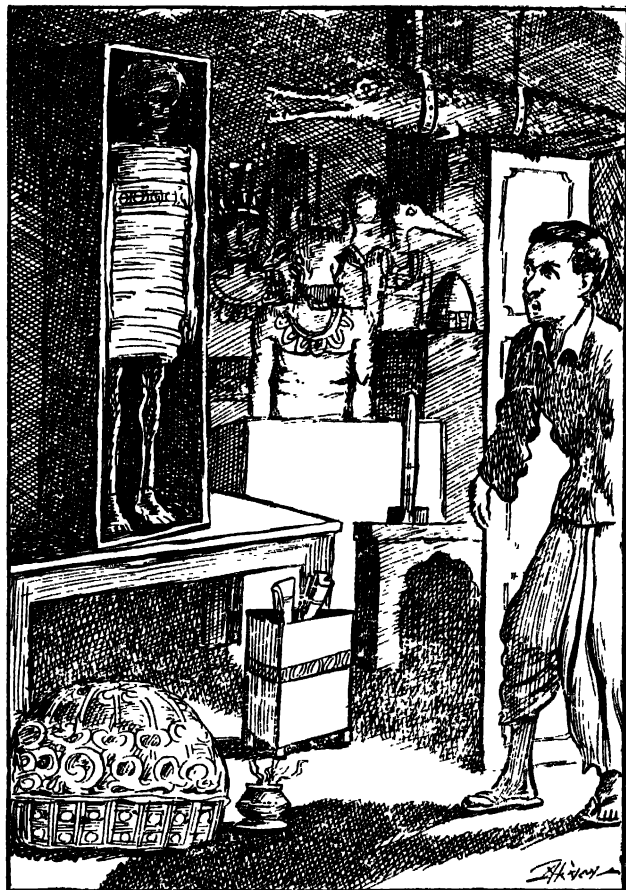
ঘরের ভিতর উঁকি মারতেই সর্ব্বপ্রথমে তার চোখ ড়ল কফিনটার উপর

অবনীদের বৈঠকখানায় ঢুকে দেখা গেল, চৌকির উপরে তার জলসিক্ত অচেতন দেহকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিলীপ প্রভৃতির চেষ্টায় প্রায় কুড়ি মিনিট পরে অবনীর দেহে একবার শিহরণ দেখা গেল, তারপর তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তারপর সে চোখ খুললে।

প্রতাপ বললে, "এইবারে জেগে ওঠ ভাই, জেগে ওঠ! তুমি আমাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়েছ!"

দিলীপ বললে, "আমার ডাক্তারি ব্যাগ থেকে খানিকটা ব্রাণ্ডি বার ক'রে ওকে খাইয়ে দাও।"

অবনীর এক সহপাঠী সেখানে ছিল। সে বললে, "কী ভয়ই আমি পেয়েছিলুম! মাঠে ব'সে চাঁদের আলোয় আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে অবনী হঠাৎ উঠে একটা পুকুর-ধারে গেল। মাঝখানে কতকগুলো গাছ থাকাতে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। আচম্‌কা শুনলুম, তার আর্ত্তনাদ আর ঝপাং ক'রে জলে পড়ার শব্দ! তারপর ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে কী কষ্টে যে তাকে ডাঙায় তুলেছি, তা খালি আমিই জানি। আমি তো ভেবেছিলুম, অবনী আর বেঁচে নেই!"

ইতিমধ্যে অবনী কতকটা সামলে নিয়েছে। সে দুইহাতে ভর দিয়ে উঠে বসল এবং তার মুখে-চোখে ফুটে উঠল দারুণ ভয়ের চিহ্ন!

দিলীপ বললে, "কি ক'রে তুমি জলে প'ড়ে গেলে?"

—"আমি প'ড়ে যাইনি।"

—"তবে?"

—"কে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।"

—"সে কি হে ?"

—"হ্যাঁ। পুকুর-ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ কে আমাকে দুখানা বরফের মত ঠাণ্ডা হাতে হাল্‌কা পালোকের মত শূন্যে তুলে ধ'রে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে!"

—"কে সে ?"

—"আমি কিছুই দেখিনি, কিছুই শুনিনি। কিন্তু সে যে কে, আমি তা জানি।"

খুব মৃদুস্বরে দিলীপ বললে, "আমিও জানি।"

অবনী সবিস্ময়ে বললে, "তাহ'লে তুমি জেনেছ ? মনে আছে, আমি তোমাকে কি অনুরোধ ক'রেছিলুম ?"

—"মনে আছে। এইবারে বোধ হয় আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করব।"

প্রতাপ বিরক্ত কণ্ঠে বললে, "তোমরা কি গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌ সুরু করলে হে ? অবনী এখন বিশ্রাম করুক, এখন আর কোন কথা নয়। এস হে, আমরা বিদায় হই।"

বাসার দিকে ফিরতে ফিরতে দিলীপের কত কথাই মনে হ'তে লাগল। —মমি-শূন্য কফিন, সিঁড়ির উপরে শব্দ ও কন্‌কনে হাওয়া, তারপরেই কফিনের মধ্যে হারা মমির রহস্যপূর্ণ অসম্ভব পুনরাবির্ভাব এবং তারপর অবনীর উপরে এই অকারণ আক্রমণ! এর আগেই নন্দলালও ঠিক এই ভাবেই আক্রান্ত হয়েছিল এবং এদের দুজনেরই উপরে ভৈরব তুষ্ট নয়! এই সঙ্গে ভৈরবের ঘরের অসাধারণ ব্যাপারগুলোও স্মরণ হ'তে লাগল। এই সমস্ত ঘটনা একত্রে নাড়াচাড়া করতে করতে দিলীপের মনের ভিতরে একটা

সম্পূর্ণ নাটক গ'ড়ে উঠল! এ-সবকে মিথ্যা বলা অসম্ভব, কিন্তু পৃথিবীর চক্ষে এদের সত্যতা প্রমাণিত করাও কতটা কঠিন! পৃথিবী বলবে—দিলীপ, তুমি ভুল দেখেছ, কফিন এক-মুহূর্ত্তও মমি-শূন্য হয়নি, আরো-অনেকের মত অবনীও হঠাৎ জলে ডুবে গেছে, ভেবে ভেবে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে, তুমি কোন ভালো ডাক্তারের ঔষধ খাও!.....দিলীপ নিজেও নিশ্চয় এ-রকম গল্প শুনলে এই কথাই বলত! কিন্তু তবু সে এখন স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারে যে, ভৈরবের মন হচ্ছে হত্যাকারীর মন এবং সে এমন এক অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়াবহ অস্ত্রের দ্বারা নরহত্যা করতে চায়, পৃথিবীর অপরাধের ইতিহাসে আর কেউ কখনো যা ব্যবহার করতে পারেনি!

দিলীপ স্থির করলে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই কোন নতুন বাসায় উঠে যাবে। এ বাসায় থাকলে তার পড়াশোনা আর হবে না, দোতালার ঘরের রহস্য নিয়েই মন ব্যস্ত হ'য়ে থাকবে!

সে বাসার কাছে এসে পড়ল। দোতালার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভৈরব!

বাড়ীর ভিতরে ঢুকে দিলীপ দেখলে, ভৈরব সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে।

ভৈরব বললে, "দিলীপবাবু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই। এখন কি আপনার সময় হবে?"

দিলীপ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "না!"

—"সময় হবে না? লেখাপড়া নিয়ে আপনি এতই ব্যস্ত? আমি অবনীর কথাই বলতুম। শুনছি তার নাকি কি বিপদ হয়েছে?" ভৈরবের

মুখ গম্ভীর, কিন্তু তার চোখে যেন আনন্দের আভাস।—দিলীপের ইচ্ছা হ'ল, মারে তার মুখে এক ঘুসো!

সে বললে, "ভৈরববাবু, শুনে আপনি বড়ই দুঃখিত হবেন যে, অবনী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে! আপনার সয়তানি কৌশল এবার কাজে লাগেনি! বেহায়ার মত কিছু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না, আমি সব জেনে ফেলেছি!"

ক্ষাপ্পা দিলীপের রুক্ষ কথা শুনে ভৈরব প্রথমটা থতমত খেয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল। তারপর বললে, "আপনি পাগল হয়ে গেছেন দিলীপবাবু। কী আপনি বলতে চান? অবনীর দুর্ঘটনার জন্যে আমি দায়ী?"

বজ্রনাদে দিলীপ বললে, "হ্যাঁ! দায়ী আপনি, আর আপনার ঐ শুক্‌নো মড়া! ভৈরববাবু, সেকাল হ'লে আপনাকে হয়তো জীবন্তে পুড়িয়ে মারা হ'ত, কিন্তু ভুলে যাবেন না, একালেও ফাঁসিকাঠ আছে! এই টালিগঞ্জে যদি আর কোন লোক এইভাবে আক্রান্ত হ'য়ে প্রাণ হারায়, তাহ'লে আমিই আপনাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করব! মিশরী মড়ার খেলা বাংলাদেশে চলবে না,—বুঝেছেন?"

—"আপনাকে শীঘ্রই পাগ্‌লা-গারদে পাঠাতে হবে দেখছি।"

—"আচ্ছা! দেখা যাবে, আমিই পাগ্‌লা-গারদে যাই, না আপনিই ফাঁসিকাঠে দোল খান্!"—ব'লেই দিলীপ নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চলন্ত মৃতদেহ

পরদিন সন্ধ্যায় দিলীপ স্থির করলে, আজ মণিলালের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

পথে বেরিয়ে পিছন ফিরে দেখলে, উপরের আলোকিত ঘরের জান্‌লায় ভৈরব আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্ত্তির মত। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধ হয় তাকেই দেখছিল!

তার পাপ-সংসর্গ থেকে তফাতে এসে দিলীপ একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

দূরে তালকুঞ্জের মাথার উপর থেকে চাঁদ যেন সকৌতুকে পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করছে এবং হাল্‌কা বাতাসে ভেসে আসছে শান্ত সন্ধ্যার একটি স্নিগ্ধ গন্ধ। জ্যোৎস্নায় স্বপ্নময় নীলসাগরে যেন কোন্ পরীপুরীর উদ্দেশে চলেছে ছোট ছোট মেঘের তরণী। দুইপাশে মাঠের জনশূন্য উন্মুক্ততা নিয়ে এগিয়ে চলল দিলীপ, মনের আনন্দে।

তখন জনমানবের সাড়া নেই। প্রায় আধঘণ্টা পরে দেখা গেল, খানিক তফাতে মণিলালের বাড়ীর জান্‌লাগুলো আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ দিলীপের কি মনে হ'ল, একবার ফিরে পিছনপানে তাকিয়ে দেখলে। চাঁদের কিরণে ধব্‌ধবে পথটি একটি চওড়া শুভ্র-রেখার মত অনেক দূরে অস্পষ্টতার মধ্যে গেছে হারিয়ে। কিন্তু তারই উপর দিয়ে অভিশপ্ত অপচ্ছায়ার মত কি-একটা দ্রুতবেগে এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে!

দিলীপের বুক ছাঁৎ ক'রে উঠল। কী ও? মানুষ? কী লম্বা ওর কালো দেহ, শুভ্র পথের জ্যোৎস্নাকেও ও যে কলঙ্কিত ক'রে তুলেছে! ওর চোখদুটো যেন দপ্‌দপ্‌ করছে, প্রত্যেক পদক্ষেপের তালে তালে হাড়গুলো বেজে উঠছে খড়্‌মড়্‌ ক'রে, যেন ওর সারা দেহের সঙ্গেই মাংসের সম্পর্ক নেই! কী অস্বাভাবিক ওর গলা—যেন একটা বাঁখারির উপরে বসানো আছে মুণ্ডুটা! ভয়াবহ সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মূর্ত্তি ঝড়ের মত ছুটে আসছে শিকারের দিকে!

দিলীপ আর দাঁড়ালে না, মণিলালের বাড়ীর দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল—কণ্ঠে তার আর্ত্ত চীৎকার! পিছনে মৃত্যু-পিশাচ, সামনে আলোকোজ্জ্বল জীবনময় অট্টালিকা, ওদিকে নরক, এদিকে স্বর্গ, কিন্তু মাঝখানে এখনো রয়েছে বিপদজনক ব্যবধান! এই পথটুকু আজ কী লম্বাই মনে হচ্ছে, আজ যেন আর পথের শেষ আসবে না!

কিন্তু পথের শেষ এল—জীবন্ত মৃত্যু তখন তার কাছ থেকে মাত্র দশহাত দূরে, জ্বলন্ত চক্ষে দুখানা অস্থিসার দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে সে দিলীপকে ধরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে!

একটানে বাগানের ফটক খুলে দিলীপ আবার ছুটল, বাড়ীর দরজা সেখান থেকেও খানিকটা দূরে!

সভয়ে শুনলে, বিভীষিকা তখনও তার পিছু ছাড়েনি—সেও সশব্দে ফটকটা খুলে ফেললে এবং পিছনে, অতি-নিকটে তার কঠিন পায়ের শব্দ।

দেহের শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ ক'রে দিলীপ তার দ্রুতগতিকে দ্বিগুণ দ্রুত ক'রে তুললে এবং কোনরকমে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে প'ড়ে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে খিল তুলে দিলে!

কোথা থেকে ছুটে এসে মণিলাল বললে, "কি আশ্চর্য্য! দিলীপ—দিলীপ, ব্যাপার কি ?"

দরজার উপরে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে দিলীপ অতি ক্ষীণস্বরে বললে, "আগে এক গেলাস জল !"

মণিলাল দৌড়ে গিয়ে যখন এক গেলাস জল নিয়ে ফিরে এল, দিলীপ তখন একান্ত অবসন্নের মত একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে হাঁপ্ সাম্‌লাবার চেষ্টা করছে!

—"এই নাও জল! বন্ধু, তোমার এ কী মূর্ত্তি, মুখ যে একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে !"

দিলীপ সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে তার তপ্ত পাথরের মতন শুক্‌নো গলাটা ভিজিয়ে নিলে। তারপর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর বললে, "মণিলাল, সব কথা পরে বল্‌ছি। আপাতত শুনে রাখো, আজ রাত্রে তোমার বাড়ীই হবে আমার শয়ন-মন্দির। কাল সকালে আবার সূর্য্যোদয় না হ'লে আমি আর এ-বাড়ীর বাইরে যেতে পারব না !"

দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে মণিলাল বললে, "তুমি যা বলবে, তাই হবে। আমি তোমার জন্যে ব্যবস্থা করতে বলছি। ওকি, উঠে আবার কোথায় যাচ্ছ ?"

—"দোতালার বারান্দায়। সেখান থেকে চারিদিকের সব দেখা যায়। তুমিও আমার সঙ্গে এস। আমি যা দেখেছি তুমিও তা নিজের চোখে দেখলে ভালো হয়।"

দোতালার বারান্দায় বেরিয়ে চোখে পড়ল চারিদিকেই চন্দ্রালোকের রাজ্য—যার প্রজা হচ্ছে গাছপালা লতা-পাতা ফুল-ফল !

একটানে বাগানের ফটক খুলে দিলীপ আবার ছুটল

দিলীপ প্রথমে বারান্দা থেকে ঝুঁকে প'ড়ে বাগানের যতখানি দেখা যায় তার উপরে চোখ বুলিয়ে নিলে। সেখানে দখিনা বাতাসে কেবল ছোট-বড় ফুলগাছেরা দুলে দুলে চন্দ্রলেখার স্বপ্ন দেখছে।

তারপর সে মাঠের পর মাঠের দিকে এবং সুদীর্ঘ সাদা ফিতার মত মেঠো পথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। সেখানেও জনহীন পূর্ণ-শান্তির মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে সুমধুর জ্যোৎস্না! কাছে বা দূরে জীবন্ত কোন প্রাণীর ছায়া পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

মণিলাল বললে, "দিলীপ! তুমি কি সিদ্ধি খেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ? এখানে এসে কাকে তুমি খুঁজতে চাও?"

—"সে কথা তোমাকে বলছি।······কিন্তু, কোথায় সে গেল, কোথায় লুকোলো?······হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ দেখ মণিলাল, ঐ দেখ! পথটা যেখানে মোড় ফিরেছে, ঐখানে তাকিয়ে দেখ"—ব'লেই সে উত্তেজিত ভাবে মণিলালের বাহু সজোরে চেপে ধরলে!

মণিলাল বললে, "হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি! আমাকে দেখাবার জন্যে এত জোরে আমার হাত চেপে ধরবার দরকার নেই! হ্যাঁ, ওখান দিয়ে কেউ যাচ্ছে বটে! কোন মানুষ, দেখলে মনে হয়—সে রোগা, কিন্তু ঢ্যাঙা—খুব ঢ্যাঙা! বেশ তো, পথ দিয়ে মানুষ যাচ্ছে—আর মানুষরা চিরকালই পথ দিয়ে চলে, কিন্তু সেজন্যে তোমার এত-বেশী ভয় পাবার কারণ কি?"

—"কারণ কিছুই নেই, তবে ঐ মূর্ত্তিটাই আমাকে ধরবার জন্যে পিছনে তাড়া করেছিল। আচ্ছা, তোমার বৈঠকখানায় চল, সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করছি।"

দুজনে আবার নেমে বৈঠকখানায় এসে বসল। প্রচুর আলোকে

আনন্দময় সেই সাজানো ঘরের একখানা কৌচের উপরে ব'সে দিলীপ একেবারে গোড়া থেকে সুরু ক'রে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা একে একে মণিলালের কাছে বর্ণনা ক'রে গেল—ছোটখাট খুটিনাটিটি পর্য্যন্ত বাদ দিলে না।

কাহিনী সাঙ্গ ক'রে সে বললে, "মণিলাল, এই হচ্ছে আমার অভিশপ্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এ কাহিনী অসম্ভব বটে, কিন্তু এর প্রত্যেক বর্ণই সত্য!"

মণিলাল বেশ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল, তার মুখের উপরে একটা হতভম্ব ভাব!

তারপর সে ধীরে ধীরে বললে, "আমার জীবনে এমন গল্প কখনো শুনিনি! তুমি সমস্ত বিষয় বর্ণনা করলে বটে, কিন্তু তুমি নিজে কি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছ বল দেখি?"

—"তোমার নিজের মত কি?"

—"তার আগে তোমার মত শুনতে চাই। এ-বিষয় নিয়ে তুমি ভাববার সময় পেয়েছ, আমি পাইনি।"

—"আসল ব্যাপার আমার যা মনে হয়, তা হচ্ছে এই। ঐ সয়তান ভৈরব মিশরে গিয়ে এমন কোন গুপ্তমন্ত্র শিখে এসেছে, যার গুণে মমিকে —অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগেকার মড়াকে—অথবা একটা বিশেষ মড়াকে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে জ্যান্তো ক'রে তুলতে পারা যায়। যেদিন সে প্রথম অজ্ঞান হ'য়ে যায়, সেদিন সম্ভবত মড়াটাকে সর্ব্বপ্রথম জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু একটা পুরাণো শুকনো মড়া জীবন্ত হয়ে উঠছে, এই অনভ্যস্ত অসম্ভব দৃশ্য দেখেই যে সে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, তাতে

আর কোনই সন্দেহ নেই। তারপরে জীবন্ত মড়ার নড়াচড়া দেখতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যদিও মমির সেই জীবন নিশ্চয়ই দীর্ঘস্থায়ী নয়। কারণ আমি তাকে দিনের পর দিন সম্পূর্ণ জড়পদার্থের মত কফিনের ভিতরে থাকতে দেখেছি। কিন্তু এক অপার্থিব অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়ে ভৈরব বুঝলে যে, মড়ার সাহায্যেও সে মনের মত কার্য্য সফল করতে পারে। কারণ এটা হচ্ছে মানুষের মড়া, অতএব জ্যান্তো হ'লে তার মানুষী বুদ্ধি আর শক্তিও ফিরিয়ে পায়। নন্দলালের উপরে ভৈরবের রাগ ছিল, তার উপরেই সে প্রথম পরীক্ষা করলে। তারপর এই নূতন ক্ষমতা পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে সে অবনীকেও নিজের দলে টানবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অবনী হচ্ছে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এ-সব অন্যায় ভুতুড়ে ব্যাপারে সে যোগ দিতে চাইলে না। ভৈরবের সঙ্গে তার ঝগড়া বাধ্‌ল। এমন লোকের হাতে সে নিজের বোনকে সমর্পণ করতে নারাজ হ'ল, আর তার ফলে সেও পড়ল ভৈরবের হুকুমে এই জ্যান্তো মড়ার হাতে। কিন্তু আগে নন্দলাল, তারপরে অবনী যে প্রাণে প্রাণে কোনরকমে রেহাই পেলে, সেটা হচ্ছে দৈবের মহিমা! নইলে ভৈরবের উপরে আজ দু-দুটো নরহত্যার চাপ পড়ত। তারপর সে যখন টের পেলে যে, আমিও তার গুপ্তকথা জেনে ফেলেছি, তখন আমাকেও তার পথ থেকে সরিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলে! আমি যে এখানে আসব সে তা জানত। দিলে তার মমিকে লেলিয়ে! কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, নইলে কাল সকালেই তোমার বাগানের ভিতরে দেখতে পেতে আমার মৃতদেহ! আমি ভীতু লোক নই, কিন্তু এ-রকম মৃত্যু-ভয় অতি-বড় সাহসীও সহ্য করতে পারে না!"

মণিলাল অবিশ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে বললে, "বন্ধু, অতিরিক্ত

লেখাপড়া ক'রে ক'রে তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় চার হাজার বছরের পুরাণো মিশরের জ্যান্তো মমি! সব-চেয়ে কড়া গাঁজার ধোঁয়াও এর কাছে হার মানে! এই মমিকে খালি তুমিই দেখেছ, আর কেউ একে জ্যান্তো অবস্থায় দেখেনি!"

—"নিশ্চয়ই আরো কেউ কেউ দেখেছে। কারণ এ অঞ্চলের অনেকেই বলছে যে, বানর-জাতীয় কোন জীব যেখানে সেখানে মানুষের উপরে অত্যাচার করছে! তা ছাড়া তারা আর কি বলবে? আসল ব্যাপারটা যে কল্পনা করাও অসম্ভব!"

—"কল্পনার দরকার কি? আসল ব্যাপার তো বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

—"কী বোঝা যাচ্ছে?"

—"প্রথমত ধর, তুমি বলছ শূন্য কফিনকেও হঠাৎ পূর্ণ হ'তে দেখেছ! তুমি ভুলে যাচ্ছ, ভৈরবের ঘরের আলো কমানো ছিল। সেই ম্লান আলোতে প্রথমটা তোমার ভালো ক'রে তাকাবার দরকার হয় নি, তাই তুমি চোখের ভ্রমে মমিটাকে দেখতে পাওনি!"

—"না, না মণিলাল! এ হ'তে পারে না।"

—"হ'তে পারে না কি, তাইই হয়েছে। তারপর আমার বিশ্বাস, এ-অঞ্চলে হঠাৎ কোন গুণ্ডা এসে লীলা-খেলা সুরু করেছে। নন্দলালের উপরে সেইই আক্রমণ করেছে, তোমাকে একলা পেয়ে সেইই তেড়ে এসেছে, আর অবনী জলের ভিতরে নিজেই প'ড়ে গেছে দৈবগতিকে। এ-সবের জন্যে ভৈরবকে দায়ী কোরোনা, কারণ তোমার এ উদ্ভট মত ধোপে টিকবে না! তাকে জোর ক'রে আদালতে হাজির করলেও আইন তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না।"

দিলীপ গম্ভীর স্বরে বললে, "আমি তা জানি। তাই আইনের আশ্রয় না নিয়ে আমি নিজের শক্তির উপরেই নির্ভর করতে চাই।"

—"তার মানে?"

—"আমি কলকাতাকে এক অদ্ভুত বিপদ থেকে রক্ষা করতে চাই। কেবল তাই নয়, সব-চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি নিজে আত্মরক্ষা করতে চাই। আমার কর্ত্তব্য আমি স্থির করেছি। এখন ঘণ্টাখানেক আমাকে একলা থাকতে দাও। আমাকে একটা কলম আর একখানা কাগজের 'প্যাড্' দিতে পারবে?"

—"নিশ্চয়ই। ঐ কোণের টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেই তুমি যা চাও তাই পাবে।"

দিলীপ টেবিলের ধারে গিয়ে বসল। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে কি লিখতে লাগল। একঘণ্টার পর দুই ঘণ্টার আগে তার লেখা শেষ হ'ল না। ততক্ষণ ধ'রে মণিলাল একখানা সোফায় ব'সে বই পড়তে ও মাঝে মাঝে দিলীপের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

তারপর দিলীপ এক তাড়া কাগজ নিয়ে উঠে এসে মণিলালের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "এখন তুমি সাক্ষী হও। এই কাগজের তলায় একটা সই ক'রে দাও।"

—"সাক্ষী হব? কিসের সাক্ষী?"

—"এটা যে আজকের তারিখে আমি সই করেছি, তারই সাক্ষী হবে তুমি। বন্ধু, এরই ওপরে আমার জীবন নির্ভর করছে।"

—"দিলীপ, তুমি পাগলের মত কথা কইছ। চল, খেয়ে-দেয়ে শোবে চল।"

—"আমি যা করেছি, অনেক ভেবে-চিন্তেই করেছি। যে-মুহূর্ত্তে তুমি সই করবে, আমি তোমার সব কথাই শুনব। নাও, সই কর।"

—"কিন্তু, কি-জন্যে সই করব সেটা বল।"

—"আজ আমি তোমাকে যে-ঘটনাগুলো বলেছি, এই-সব কাগজে তা লিখে রাখলুম। তুমি কেবল সাক্ষী হও, মণিলাল!"

মণিলাল তখনি সই ক'রে দিয়ে বললে, "নাও, কেমন? হ'ল তো? কিন্তু তোমার মৎলোব কি, আমি জানতে চাই।"

—"পুলিসের হাতে যদি ধরা পড়ি, তাহ'লে এই কাগজগুলো দাখিল কোরো।"

—"পুলিসের হাতে তুমি ধরা পড়বে? কেন?"

—"হয়তো আমি নরহত্যা করব!"

—"দিলীপ, দিলীপ! গোঁয়ারের মত কোন কাজ কোরো না!"

—"মোটেই নয়। আমি আমার কর্ত্তব্যই করব। এখন এই কাগজগুলো তুমি রেখে দাও। আমি এইবার খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চাই। কাল সকালে আমার অনেক কাজ।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপূর্ব্ব শবদাহ

দিলীপকে যারা চেনে তারা জানে যে, শত্রু হিসাবে সে বড় সহজ মানুষ নয়। যেমন মন দিয়ে সে লেখাপড়া করত, তেমনি ভাবে দেহ-মন একাগ্র ক'রেই লোকের সঙ্গে বন্ধুতা বা শত্রুতা করতে পারত। এই ছিল তার স্বভাব। অর্দ্ধসমাপ্ত ক'রে কোন-কিছুই সে ফেলে রাখতে পারত না।

সে যে কি করবে সে-কথা কিছুতেই মণিলালের কাছে ভাঙলে না। কিন্তু পরদিন প্রভাতে পূর্ব্ব-আকাশে রঙের খেলা সুরু হবার আগেই দিলীপ বিছানা ছেড়ে জামা-কাপড় প'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

এই তো সেই চির-পরিচিত বিহঙ্গ-কলরোলে ও তরু-মর্ম্মরে সঙ্গীতময় পথ আর মাঠ, কিন্তু অবর্ণনীয় বিভীষিকার চলন্ত ছায়াকে বুকে ক'রে রাতে ওরাই কি ভয়ানক হয়ে উঠেছিল!

রাতের অন্ধকার ও অস্পষ্টতা এসে পথ-ঘাটে যে-কোন বিভীষিকার জন্যে জমি তৈরি ক'রে রাখে। তাই হঠাৎ কোথাও একটা গাছের ডাল নড়লে বা প্যাঁচা ডেকে উঠলে বা বাদুড় ডানা ঝট্‌পট্‌ করলে মানুষের বুকও ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে! কিন্তু দিনের বেলায় সুস্পষ্ট সূর্য্যালোক কাপুরুষকেও সাহসী ক'রে তোলে। সেই সৃষ্টিছাড়া মূর্ত্তিটা আজ যদি এখন এই মেঠো পথে এসে দাঁড়ায়, দিলীপ নিশ্চয়ই তাহ'লে কালকের মত ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে না!

এম্‌নি সব ভাবতে ভাবতে দিলীপ কাঁচা রোদের সোনা-মাখা পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

প্রথমে প্রতাপের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। প্রতাপ তখন সবে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রভাতী চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে।

দিলীপকে এত ভোরে দেখে বিস্মিত হ'য়ে বললে, "তুমি যে এখন? চা আনতে বলি?"

—"না, ধন্যবাদ! প্রতাপ, তুমি এখনি আমার সঙ্গে আসতে পারবে?"

—"কেন পারব না?"

—"আমি যা বলব, করবে?"

—"নিশ্চয়!"

—"তোমাদের বন্দুক আছে না?"

—"আছে। কিন্তু বন্দুক কি হবে?"

—"সেটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস। আর এক গাছা খুব মোটা লাঠি।"

—"বাঘ মারা যায় এমন লাঠি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু এত অস্ত্রশস্ত্র কেন? যুদ্ধযাত্রা করবে নাকি?"

—"দেওয়ালের উপরে ঐ যে বড় রাম-দা-খানা টাঙানো রয়েছে, ওখানাও চাই।"

—"এ যে কুরুক্ষেত্রের আয়োজন! আর কিছু চাই? কামান-টামান?"

—"আপাতত দরকার হবে না। তোমাকেও দরকার হ'ত না, কিন্তু পাছে একজনের বেশী লোক আমাকে আক্রমণ করে, সেই ভয়েই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা কেউ শিশু নই, কেউ আক্রমণ করলে নিশ্চয়ই লড়াই করতে পারব, কি বল?"

—"পারা তো উচিত! কিন্তু এখন বীর-দর্পে কোন্ দিকে যাত্রা করতে হবে, বল? ফোর্ট-উইলিয়মের দিকে?"

—"না। আমার বাসার দিকে!"

—"তোমার বাসার দিকে?"

—"অর্থাৎ ভৈরবের বাসার দিকে!"

—"কিন্তু সে জন্যে এমন সমর-সজ্জার প্রয়োজন কি? ভৈরবকে যদি বধ করতে চাও, একটা ঘুসি বা চড় বা লাথিই যথেষ্ট!"

—"না প্রতাপ, না! ভৈরব একলা নেই!"

—"তাহ'লে সেও কি সৈন্য সংগ্রহ করেছে?"

—"এ-সব প্রশ্নের জবাব পরে দেব। এখন যা বলি, শোনো। বন্দুক আর রাম-দা নিয়ে আমি ভৈরবের ঘরে ঢুকব। ঐ মোটা লাঠি কাঁধে ক'রে তুমি দরজার বাইরে অপেক্ষা করবে। যদি আমার দরকার হয়, তোমাকে আমি ডাকব। তখন তুমি লাঠি চালিয়ে শত্রু মারতে একটুও ইতস্তত কোরো না। এখন চল!"

—"যো হুকুম, জেনারেল! তাহ'লে এই আমি 'কুইক্-মার্চ্চ্' সুরু করলুম!"

ভৈরব টেবিলের সামনে ব'সে একমনে কি লিখছিল। দরজা-খোলার শব্দে মুখ তুলে দেখলে, দিলীপ ঘরে ঢুকে আবার দরজা ভেজিয়ে দিলে—তার পিঠে বাঁধা বন্দুক, হাতে রাম-দা!

প্রথমটা সে হতভম্বের মত ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। তারপর বিষম রাগে তার কপালের শিরগুলো ফুলে উঠল।

দিলীপ কফিনটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, নিসাড় মৃত্যুর আড়ষ্টতা নিয়ে প্রাচীন মিসরবাসী সেই সুদীর্ঘ মানবের মৃতদেহটা কফিনের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কোটরগত চক্ষে আজ জাগ্রত দৃষ্টির এতটুকু আভাস

নেই, তার মাংসহীন বিবর্ণ চামড়া-ঢাকা অস্থিসার দেহের উপরে শত শত শতাব্দীর কুৎসিত জীর্ণতা মাখানো, লম্বা হাত দুখানা অনাবশ্যক উপসর্গের মত একান্ত অসহায় ভাবে দেহের দুইদিকে ঝুলছে—যদিও তার কাঁকড়ার দাড়ার মত বাঁকানো নিষ্ঠুর হাতের আঙুলগুলো দেখলে মন যেন দ'মে যায়। কিন্তু চার হাজার বছরের ঐ পুরাণো শুঁট্‌কো মড়া যে আবার ঐ কফিন ছেড়ে পৃথিবীর সবুজ মাটির উপরে পদচালনা করতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা শুনলে পাগলও বোধহয় অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠবে!

দিলীপ রীতিমত গদিয়ানি চালে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে প'ড়ে যেন নিজের মনেই বললে, "দেখছি ধুনুচীতে আজ ধুনোও পুড়ছে না, পাপিরাস-পুঁথির মন্ত্রও কেউ পড়ছে না, জন্তুমুখো দেবতাদের পূজোর আয়োজন নেই, মমিরও ঘুম এখনো ভাঙে নি!"

ঠোঁঠ ফাঁক্ ক'রে হিংস্র দাঁতগুলো দেখিয়ে ভৈরব বললে, "দিলীপবাবুর বোধহয় ভ্রম হয়েছে। এটা তাঁর নিজের ঘর নয়!"

দিলীপ বললে, "দিলীপবাবুর ভ্রম হয় নি! তিনি যে একটা হত্যাকারীর আস্তানায় এসেছেন, এ জ্ঞান তাঁর আছে।"

ভৈরব বললে, "আমি যদি এখন ফোন্ ক'রে পুলিস ডাকি, তাহ'লে ঘরে ঢুকে কী দেখবে তারা? শান্তিপ্রিয় গোবেচারা ভৈরবের হাতে রয়েছে মাত্র একটি ফাউন্টেন পেন আর মহাবীর দিলীপবাবুর পৃষ্ঠদেশে বাঁধা দোনলা বন্দুক আর হাতে চক্‌চক্ করছে মস্ত খাঁড়া!"

দিলীপ গাত্রোত্থান ক'রে বললে, "পিঠের বন্দুক এই আমি হাতে নিলুম, আর হাতের এই রাম-দা উপহার দিলুম তোমাকে! এইবার তুমিও সশস্ত্র হ'লে তো?"

টেবিলের উপরে স্থাপিত রাম-দা'র দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভৈরব বললে, "তারপর ? রাম-দা'র সঙ্গে কি বন্দুকের যুদ্ধ হবে ?"

দিলীপ বুঝতে পারলে, ভৈরব মনের ভাব চাপবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু ভয়ে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে ! সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "রাম-দা নিয়ে তুমিও উঠে দাঁড়াও ! তারপর ঐ মমিটাকে কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ফেল !"

শুক্‌নো হাসি হেসে ভৈরব বললে, "ওঃ, খালি এই ? মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা ?"

—"হ্যাঁ, খালি এই ! শুনলুম, রাজার আইন তোমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু আমার নিজের একটা আইন আছে। তার কাছে তোমার মুক্তি নেই। তোমার ঘরের ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখ। বেলা আটটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। এই আমি বন্দুক তৈরি রাখলুম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি যদি ঐ মমিটাকে কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে না ফেল, বন্দুকের গুলিতে আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।"

—"তুমি আমাকে খুন করবে !"

—"হ্যাঁ !"

—"কি কারণে ?"

—"তোমার সয়তানির জন্যে।......ভৈরব, এক মিনিট গেল !"

—"কিন্তু কী সয়তানি আমি করেছি ?"

—"বলা বাহুল্য। তুমিও জানো, আমিও জানি।"

—"এ হচ্ছে ধাপ্পা দিয়ে ভয় দেখানো।"

—"দু মিনিট কাট্‌ল !"

—"বন্দুকের গুলিতে আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।"

—"ধাপ্পায় আমি ভয় পাব না। তুমি হচ্ছ পাগল—বিপদজনক পাগল। তোমার কথায় আমার নিজের সম্পত্তি নষ্ট করব কেন? ওটি মূল্যবান মমি।"

—"তোমাকে ওটা কেটে খান্ খান্ ক'রে আর পুড়িয়ে ফেলতে হবেই।"

—"আমি ও-সব কিছুই করব না।"

—"চার মিনিট কাট্‌ল!"

দিলীপ বন্দুক তুলে তার নলটা ফেরালে ভৈরবের দিকে। তার মুখে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ভাব।

—"ভগবানের নামে শপথ করছি, আটটা বাজলেই আমি তোমাকে পাগ্‌লা কুকুরের মত গুলি ক'রে মারব! এর জন্যে আমি ফাঁসি যেতেও রাজি! এখনো উঠলে না? ঘড়ীতে আটটা বাজছে! তবে মর"—দিলীপ ঘোড়ার উপর আঙুল রাখলে।

ভৈরব উঠে প'ড়ে ভয়ার্ত্ত মুখে বললে, "রক্ষা কর! আমি তোমার কথামতই কাজ করব!"—ব'লেই সে তাড়াতাড়ি রাম-দা তুলে মমির সরুঙ্গে গলার উপরে এক কোপ্ বসিয়ে দিলে, কাটা মুণ্ডটা খটাস্ ক'রে মাটির উপরে প'ড়ে গেল! তারপর মড়ার উপরে কোপের পর কোপ্ পড়তে লাগল, ভৈরব এক-একবার কোপ্ বসায়, আর এক-একবার মহাভয়ে ফিরে দেখে, দিলীপ কি করছে! মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই সব শেষ—ঘরের মেঝের উপরে শুক্‌নো মড়ার খণ্ড-বিখণ্ড হাত, পা, বাহু, নাক, মুখ, চোখ, ধড় ও কুচি-কুচি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল।

দিলীপ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললে, "ওর ওপরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগাও!"

ভৈরব নীরবে তার হুকুম তামিল করলে। শুক্‌নো মড়ার টুক্‌রোগুলো

কাগজের মত সহজেই দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল—বিশ্রী দুর্গন্ধে ও আগুনের তাপে টেঁকা দায়!

কিন্তু দিলীপ তখনো বন্দুক তুলে স্থির মুখে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভৈরব ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, "কেমন, হয়েছে তো?"

—"না। বার কর তোমার সেই মন্ত্র-লেখা পাপিরাস পাতার পুঁথি। সেটাও আগুনে ফেলে দাও।"

কাতর স্বরে ভৈরব বললে, "না, না, তাথেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না! দিলীপবাবু, আপনি কি রত্ন নষ্ট করতে চাইছেন জানেন না! সে পুঁথি জ্ঞানের আধার। তেমন পুঁথি পৃথিবীতে আর নেই!"

—"ভৈরব, পোড়াও সেই পুঁথি!"

—"দিলীপবাবু, আমার কথা শুনুন। পুঁথিখানা পোড়াতে বলবেন না! ও-পুঁথি আমাদের দুজনের সম্পত্তি হয়ে থাক্। ওর সব কথা আপনাকে আমি নিজে শিখিয়ে দেব। তাহ'লে আমরা দুজনে হ'ব বিশ্বজয়ী!"

টেবিলের কোন্ টানায় পুঁথিখানা আছে, দিলীপ তা জানত। সে এগিয়ে গিয়ে সেখানা টেনে বার করলে।

ভৈরব হাউমাউ ক'রে উঠে তার হাত থেকে সেখানা কেড়ে নিতে এল। কিন্তু দিলীপ এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে পুঁথিখানা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করলে।

পুঁথিখানা যখন পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল, দিলীপ ফিরে হাসিমুখে বললে, "ভৈরবচন্দ্র, এখন তুমি হ'লে নির্বিষ সাপের মত। আর আমার এখানে কোনো কাজ নেই—বিদায়!"*

* বিদেশী কাহিনীর অনুসরণে

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য